CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 May, 2021 ■ আগরতলা, ১৬ মে, ২০২১ ইং ■ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কনটেইনমেন্ট জোন চিহ্নিত করা ও টেস্টের উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.)।। দেশজুড়ে কোভিড-১৯ র দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা ও টিকা করণের বিষয়ে শনিবার এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের বৈঠকে তিনি স্থানীয়ভাবে কনটাইনমেন্ট জোন চিহ্নিতি করা এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা টেস্টে করার উপর জোর দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে অঙ্গনাওয়ারী ও আশা কর্মীদের সুশিক্ষিত করে কাজে লাগানোর উপর জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রকট অক্সিজেন সহ চিকিৎসার জরুরি সরঞ্জামের ঘাটতিতে গোটা দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালে ভেন্টিলেটরের অভাব মেটাতে শনিবার এই মর্মে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রের তরফে রাজ্যগুলিকে যে ভেন্টিলেটর পাঠানো হয়েছে, তা যেন যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো হয়, এ বিষয়টিতে নজর রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আনন্দনগরে গৃহস্বামীর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। শ্রীনগর থানা এলাকার দক্ষিণ আনন্দনগরে ফাঁসিতে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে।রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন দক্ষিণ আনন্দ নগর এলাকায় এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। তার নাম যতীন্দ্র সরকার। বাড়ির পাশেই গাছে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই ব্যক্তি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই ব্যক্তি আকণ্ঠ মদ্যপান করে থাকতো। বিষয়টি নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা চলছিল। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় যতীন্দ্র সরকার নামে ওই ব্যক্তি।বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন শ্রীনগর থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর শনিবার মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

লাগামহীন করোনার প্রকোপ, সংক্রমণে লাগাতর শীর্ষে পশ্চিম জেলা

পুর নিগম এলাকায় কারফিউর সময়সীমা কাল থেকে বৃদ্ধির পথে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। করোনার লাগামহীন তান্ডবে বিপর্যস্ত পশ্চিম জেলা। বিশেষ করে পুর নিগম এলাকা সবচেয়ে বেশি সংক্রামিত। তাই, করোনার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে পুর নিগম এলাকায় আগামী সোমবার ভোর ৫টা থেকে কারফিউ জারির চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। সম্ভবত, ১৪ দিনের জন্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। অবশ্য এখনো এ-সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি শনিবার রাত পর্যন্ত। ধারণা করা হচ্ছে আগামীকাল এ-বিষয়ে ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার।কারণ, গত ২৪ ঘন্টায় ফের করোনা সংক্রমনে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিম জেলা। সূত্রের খবর, পুর নিগম এলাকায় করোনা কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে আজ একাধিক বৈঠক করেছে রাজ্য সরকার।

ত্রিপুরায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ২৪ ঘন্টায় আবারও রেকর্ড সংক্রমণ ছাড়িয়েছে। ৪৪৯ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। পাশাপাশি ফের দুজনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা বাড়িয়ে চলেছে। কারণ প্রতিদিন করোনায় আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২২৮ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ক্রমাগত সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৪,১০২ জন।

নতুন আক্রান্ত ৪৪৯ জন, মৃত্যু দু'জনের

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআর ১,২১৫ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩,৬৩৫ জনকে নিয়ে মোট ৪,৮৫০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআর ১২৯ জন এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেনে ৩২০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪৪৯ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪,১০২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪০,০৫৫ জন করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৫,৪৬৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শিশুগৃহের ৩৬ জন শিশু করোনা আক্রান্ত

আগরতলা, ১৫ মে (হি.স.)।। ত্রিপুরায় শিশুগৃহে ৩৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তারা সকলেই সুস্থ আছে বলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ইতিপূর্বে একাধিক শিশু করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। আজ ৩৬ জন শিশুর দেহে করোনা-র সংক্রমণের ঘটনায় ত্রিপুরা প্রশাসনে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

আজ শনিবার ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, অভয়নগর এবং নরসিংগড়ে অবস্থিত দুটি শিশুগৃহে শিশুদের ধারাবাহিক পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৩৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তবে তারা সুস্থ আছে এবং শিশুগৃহে রয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে তাদের চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউয়ে শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না, তা অনেক আগেই প্রমাণ মিলেছিল। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি শিশু আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে চলেছে।

উগ্রপন্থী তিন সহযোগীকে ছাড়িয়েনিতে গ্রামবাসীদের হামলা গঙ্গানগর থানায়

আমবাসা ১৫ মে (হি.স.)।। জঙ্গি সহযোগী তিন যুবককে গ্রেফতারের ঘটনায় উত্তেজিত গ্রামবাসী গঙ্গানগর থানায় আক্রমণ করেছেন। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর সহ গ্রামবাসীদের হামলায় কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। ধলাই জেলা পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মার কথায়, শুক্রবার রাতে গঙ্গানগর থানায় উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তবে রাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি ছিল, ওই তিন যুবককে পুলিশ ছেড়ে দিক, বলেন তিনি।

ধলাইয়ের পুলিশ সুপার বলেন, উগ্রপন্থী সংশ্লিষ্ট মামলা গঙ্গানগর থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ওই মামলায় তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে। তাঁর দাবি, আমাদের সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদে আরও কিছু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তারা সিম কার্ড অদল-বদল করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে। ফলে, উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, বলেন তিনি। তাই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, জানান তিনি।

তাঁর কথায়, গ্রামবাসীরা চাইছিলেন ওই তিন যুবককে পুলিশ ছেড়ে দিক, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। তিনি বলেন, পুলিশ গ্রামবাসীদের বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা পুলিশের কোনও কথা শুনেনি এবং থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। তবে, পুলিশ পরিস্থিতি কড়া হাতে মোকাবিলা করে পরিবেশ শান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ সুপার জানান, গঙ্গানগর থানা এবং আশপাশ এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ-টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে।

উদয়পুরে গৃহবধূসহ দুইজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ মে।। গত পরশু দুটি আত্মহত্যার ঘটনার পর আজ আবার দুটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে উদয়পুরে উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আজ প্রথম ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের কামারবাগ টি এস আর ক্যাম্প সংলগ্ন রাবার বাগানে। অনেক দিন ধরেই বন্ধন ব্যাংকের ঋন পরিশোধের জন্য অভিজিতদেবনাথের(৩০বৎসর) সাথে ওনার স্ত্রীর প্রায়ই ঝগড়া লেগে থাকতো।

ইদানিং কালে অভিজিতনেশায় আসক্ত হওয়ায় পারিবারিক ঝামেলা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। গত শুক্রবারও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয় বন্ধন ব্যাংকের ঋন শোধের ব্যাপারে। শনিবার সকালে অভিজিতের ফাঁসিতে আত্মহত্যা করা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় ।ময়নাতদন্তের পর অভিজিতের নিথর দেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিজিতের মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কয়েক দিন ধরে যে হারে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে তাতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করছেন।

আবারো আত্ম হত্যার ঘটনা ঘটলো উদয়পুর শহরে। এবার ঘটনা উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী রুম্পি সাহা শীল। রুম্পির স্বামী তপন শীল। আজ সকাল এগারোটায় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের আগুন লাগার খবর আসে বন্দোয়ার পোলট্রি রোড এলাকায়। সাথে সাথে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পালাটানায় নিজের ঘরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ মে।। আবারো খুনের ঘটনা ঘটলো উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত পালাটানা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। দেবজিত দেবরায়, বয়স ২২বৎসর ,বাবা মৃত নারায়ন দেবরায়। দেবজিত পেশায় গাড়ি চালাতো। গতকাল রাতে নিত্যদিনের মতো খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ সকালে দেবজিতের মা প্রাত ভ্রমন করে এসে দেখে দেবজিতের ঘরের দরজা খোলা। বাহির থেকে ডাকাডাকি করার পর যখন দেবজিতের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তখন দেবজিতের মা ঘরে ঢুকে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন। দেবজিতের মায়ের আর্তনাদে এলাকার মানুষ এসে উদয়পুরে কাকড়াবন থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দবজিতের নিথর দেহ উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং কর্তব্য রত চিকিৎসক দেবজিতে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দেবজিতের দেহ ময়না তদন্তের জন্য কিছুক্ষণ মর্গে রাখার পর ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেবজিতের ভাই অভিজিৎ দেবরায়ের অভিযোগ মূলে উদয়পুর কাকড়াবন থানার পুলিশ খুনের ঘটনা মনে করে তদন্তকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কাকড়াবন থানার কেস নং ২৮/২১,ধারা সংযুক্ত হয়েছে ৩০২। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এস আই জয়ন্ত মালাকারকে। পুলিশের মতে খুনিকে খুব সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন। এই ঘটনায় খুনির দৃষ্টান্তমূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পরিস্থিতিতে কন্টেইনমেন্ট জোনগুলিতে প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা, কোভিড আক্রান্ত হয়ে নিহতদেহ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এক কালিন ১০ লক্ষ টাকা প্রদান, পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার, নার্স নিয়োগ সহ কোভিড ইস্যুতে রাজ্য সরকারের নজরে বেশ কিছু বিষয় আনার জন্য আজ সাংবাদিক সম্মেলন করলো প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

বাবুল চৌমুহনীতে যান দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। আমতলী থানা এলাকার বাবুল চৌমুহনীতে পথ দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম ভানু সরকার।পথ দুর্ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আমতলী থানা এলাকার বাবুল চৌমুহনী এলাকায় পথদুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির আইএলএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম ভানু সরকার। বাড়ি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবারের লোকজন জানান তিনি গত পরশু বাবুল চৌমুহনী বাজারে সবজি আনতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে একটি পায় তাকে ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কা ছিটকে পরে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে আই এল এস হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা সংক্রমণের হার কমছে পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.)।। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণের হার ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। শনিবার পরিসংখ্যান দিয়ে এমনটাই দাবি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কেন্দ্রের দাবি, ৩ মে থেকে দিল্লি,মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানায় সংক্রমণের গ্রাফ নামতে শুরু করেছে। সরকার করোনা মোকাবিলায় যে পদক্ষেপগুলি করেছে তা বেশ কার্যকরি হচ্ছে। আর সেকারণেই নিয়মিত নতুন আক্রান্তের থেকে বেশি হচ্ছে সুস্থতার সংখ্যা। করোনার গ্রাফ যে ভারতে নিম্নমুখী হচ্ছে, তা প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি যুক্তি খাড়া করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সচিব লব আগরওয়াল।

এসবের পাশাপাশি টিকাকরণ নিয়েও আশার কথা শুনিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তাঁদের দাবি, এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ রাজ্যেই ৮৫ থেকে ৯৫ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মী টিকা পেয়ে গিয়েছেন। সার্বিকভাবে দেশের ৮২ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মী অন্তত একটি ডোজের ভ্যাকসিন পেয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশে মাসে দেড় কোটি কোভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে। আগামী দিনে তা ১০ কোটি করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমানা নিয়ে বিবাদের জেরে মারপিট দুই ভাতিজি সহ গুরুতর আহত ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বামুনিয়া এলাকায় সীমানা বিরোধকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের আক্রমণে ভাই ও দুই ভাতিজি রক্তাক্ত। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন।বাড়ির জায়গার সীমানা নিয়ে ভাইয়ের আক্রমণে গুরুতর আহত আহত অপর ভাই রাকেশ নাথ ও তার দুই মেয়ে সোমা নাথ ও রত্না নাথ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদমতলা থানা এলাকার সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনিয়াা এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী আক্রান্তের বাড়িতে ছুটে যান। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। আক্রমণকারী ইরেশ নাথ ও তার ছেলে সৌরভ নাথের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনিয়া এলাকার ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাকেশ নাথের ভাই ইরেশ নাথের বাড়ির সীমানার বেড়া দেওয়া নিয়ে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। রাকেশ নাথকে সীমানায় বেড়া দিতে বাধা দেয় তার ভাই। ভাই ইরেশ নাথ ও তার ১৫ বছরের নাবালক ছেলে সৌরভ নাথ বেড়া দিতে বাধা দেয় রাকেশ নাথকে। তখনই ধারালো দা দিয়ে পিতা-পুত্র মিলে রাকেশ নাথের উপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রয়েছে রাজ্যে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ মে (হি.স.)।। কোভিড মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। বিভিন্ন রাজ্য যখন কোভিড মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে, অক্সিজেন স্বল্পতা কোথাও কোথাও জীবন রক্ষায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক তখনই ত্রিপুরা দেখাচ্ছে অন্য দিশা। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত না করে, রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং মহকুমায় সমানভাবে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত অক্সিজেন যুক্ত বেডের পাশাপাশি সমস্ত জেলায় রয়েছে ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা। রাজ্যের প্রতিটি জেলার কোভিড কেয়ার সেন্টার এবং ডেডিকেটেড কোভিড হেল্প সেন্টারগুলির প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা পরিদর্শনের পর এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ইতিমধ্যেই ছয় জেলার চিকিৎসা কাঠামো পরিদর্শনের পর আজ সিপাহিজলা জেলার কোভিড ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ প্রথমে সিপাহিজলা জেলার লালসিংমুড়ার কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। কথা বলেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গেও। এখানেই কোভিড সংক্রমিত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন কারা-আবাসিকও। এদিন চিকিৎসার পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি যখন সংক্রমিত হয়েছিলাম আপনারাই আমাকে সুস্থ করেছেন। রোগীদের প্রতি আরও বেশি যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মীদেরও নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সরকার লকডাউনের বিষয়ে কিছু ভাবেনি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সরকারকে পরামর্শ দেবেন, যদি লকডাউনের মতো পরিস্থিতি হয়, সেই রিপোর্টের উপর সরকার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

প্রসঙ্গত, লালসিংমুড়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে বর্তমানে মোট শয্যা সংখ্যা ১০০, এর মধ্যে অক্সিজেনযুক্ত শয্যা সংখ্যা ৮০।

সেখান থেকে বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ওয়ার রুম/কল সেন্টার পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী। এখানে রোটেশন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত রয়েছেন। জেলার কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এখানে ফোন করলেই জানা যাবে। এর পর বিশ্রামগঞ্জ জেলা পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে কোভিড সেন্টার পরিদর্শন করেন তিনি। এখানে ১০০ শয্যার প্রত্যেকটিই অক্সিজেন সাপোর্টেড। জেলার কোভিড ব্যবস্থাপনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, একমাত্র সাবধানতাই আমাদের কোভিড সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। কোভিড মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সব ধরনের প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রয়োজন মোতাবেক দফতরের সঙ্গে কথা বলে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ দখল নিয়ে তিপ্রা মথা ও বিজেপির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার গাবুরছড়া এডিসি ভিলেজের দখলকে কেন্দ্র করে ত্রিপরা মথা ও বিজেপির সংঘর্ষেরণক্ষেত্র গাবুর ছড়া এলাকা। দুটি বিবদমান রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।এই সংঘর্ষে উভয় দলের দশ জনের উপরে আহত হয়েছে। ঘটনার পর একদল অপর দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করেছে।

বিজেপির অভিযোগ গাবুরাছড়া বিজেপি পার্টি অফিসে হামলা চালায় তিপ্রা মথা, ভেঙ্গে দেওয়া হয় পার্টি অফিস ও একটি স্কুটি। পক্ষান্তরে তিপ্রা মথার অভিযোগ গাবুর ছড়াতে বিজেপি দলের লোকেরা স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে হঠাৎ আক্রমণ করে। গাবুর ছড়া এডিসি ভিলেজ দখল করার জন্যএই ঘটনা ঘটেনি বলে তারা দাবি করে। দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় কনটেনইমেন্ট জোন এলাকায় পুলিশ প্রহরার কোন ব্যবস্থা নেই। এভাবেই চলছে যাতায়াত। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২১২ ◘ ১৬ মে ২০২১ ইং ◘ ১ জ্যৈষ্ঠ ◘ বরিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সময় থাকিতে হাল ধরিতে হইবে

সময় থাকিতে হাল না ধরিলে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতে পারে। পরিস্থিতি যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব হইতেছে এখনই পাল না ধরিলে নোঙ্গর করিবার সময় মিলিবে না।পড়শির ঈর্ষা বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সামনাসামনি ঈর্ষা প্রকাশ করে না। যাহাকে দেখিয়া হিংসায় ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া মরে, বুদ্ধিমান পড়শি তাহাকে প্রশংসায় ভরিয়া দেয়। আবার যে ব্যক্তি প্রশংসিত হইতেছে, সে বুদ্ধিমান হইলে প্রমাদ গোনে। প্রশংসার আড়ালে ঈর্ষার আগুনের আঁচটা উপস্থিত অন্য অনেককেও স্পর্শ করে। তখন তাহারা কামনা করে, আহা নজর যেন লাগিয়া না যায়। ভারতেরও সেই দশা। কোনও ভালো যেন সহ্য কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়া গত দু'মাসে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা কিছু আশার কথা শুনাইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ছিল ওয়ার্ল ব্যাঙ্ক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতি। তাহাদের অনুমান ছিল, জিডিপি বৃদ্ধির নিরিখে চীনকেও ছাপাইয়া যাইতে পারে ভারত। ভারতবাসী বুক বাঁধিয়াছিল বড় আশা নিয়া। কারণ ২০২০ সালটা ধসাইয়া দিয়াছে আমাদের। গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নষ্ট হইয়া গিয়েছে বর্তমান। ঝরঝরে হয়ে গিয়াছে ভবিষ্যৎও। তাই ভারতবাসী ভরসা রাখিতে চাহিয়াছিল অর্থনীতির পণ্ডিতদের আশ্বাসবাণীতে। তাহারা প্রার্থনা করিয়াছে, অভিশপ্ত ২০২০-র পুনরাবৃত্তি হয় না যেন। কিন্তু ওই ভবিষ্যদ্বাণী আদৌ ফলিবে কি না তাহা নিয়া আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে ইতিমধ্যেই। উৎপাদন, আর্থিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সবেতেই বিপরীত গতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ফের যেন বদ্ধমূল হইতেছে বহুকালের সংস্কারের উপর বিশ্বাসটাভারতের উপরে কি কুনজর পড়িল ঈর্ষাকাতর কোনও দেশের!

এ অবশ্য দুর্বল মনের কথা। মন দুর্বল হইলে, আশামুকুল বিনষ্ট হয়। মানুষ যুক্তি থেকে দূরে সরিয়া গিয়া শান্ত্বনা খোঁজে। তখন ভাবিয়া দেখিতে চায় না, এই যে আকস্মিক বিপরীত গতি, এর পিছনে তাহার দায় কতটা। ভারতের ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। কোনও ভুল নাই, ভারতকে নিয়া আন্তর্জাতিক মহলের এত যে আশা-ভরসা, তাহার পিছনে ছিল করোনার প্রথম ঢেউ সামলাইয়া উঠিবার অসামান্য কৃতিত্ব। আমেরিকা, ব্রাজিল, চীন এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালিসহ সমগ্র ইউরোপ যখন ভীষণ নাজেহাল, তখন ভারতের আকাশে সাফল্যের রুপোলি রেখা হাসছিল। ফার্স ওয়েভে ভারতের সার্বিক ক্ষতি বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বেশ কম হওয়ার কারণ কী, সেটা এখনও গবেষণার বিষয়। কিন্তু আপ্তবাক্য ভুলিয়াছিল মোদির ভারতসাফল্য ধরিয়া রাখাটাই আসল কৃতিত্ব। বিপদের যখন পুনরাবৃত্তি হয় তখন সে একা আসে না। এমনকী বহুগুণ শক্তি নিয়াই মাথা তোলে। ব্যাপকভাবে আঘাত হানার জন্য। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের উত্থানটি এই ধারণার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতের শাসকরা কৃতিত্ব জাহির করিতে যতটা ব্যস্ত ছিলেন, আগাম সতর্কবার্তা পাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় ঢেউ আটকানোর ব্যাপারে তাহার এক ভগ্নাংশও মনোযোগী ছিলেন না। গাফিলতি এবং দেরি যথেষ্ট হইয়াছে। আর নয়। পরিস্থিতি এরপর সত্যিই সবার হাতের বাইরে চলিয়াা যাইতে পারে। সরকারকে এ ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিবে। বিলম্বিত বোধোদয় হইলে কোন লাভ হইবে না।

এভারেস্ট জয় অরুণাচলের তাশি ইয়াঙ্গজোমের, অভিনন্দন রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় করলেন অরুণাচল প্রদেশের তাশি ইয়াঙ্গজোম। ২০২১ সালে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে গত ১১ মে এই রেকর্ড গড়েছেন অরুণাচলের এই পর্বতারোহী। তারপর থেকেই অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন তাশি। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু টুইট করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ও অরুনাচলের রাজ্যপালও।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, '২০২১ সালে প্রথম মহিলা হিসেবে এভারেস্টের শৃঙ্গ জয়ের জন্য অরুণাচল প্রদেশের তাশি ইয়াঙ্গজোমকে অভিনন্দন। তিনি জাতীয় পর্বতারোহণ ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।' এভারেস্ট জয় করা যে কোনও পর্বতারোহীর কাছেই স্বপ্ন এবং প্রতি বছরই এভারেস্ট অভিমুখী পর্বতারোহীর সংখ্যা বাড়ছে। ২০২১ সালে প্রথম মহিলা হিসেবে এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করে রেকর্ড গড়লেন অরুণাচল প্রদেশের তাশি ইয়াঙ্গজোম।

ওডিশায় ব্রিজ থেকে পড়ে গেল গাড়ি, মৃত্যু ৩ জনের

বালেশ্বর, ১৫ মে (হি.স.): ওডিশার বালেশ্বরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে মোট ৫ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের এবং দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপাড়া থেকে ভুবনেশ্বর অভিমুখে যাচ্ছিলেন তাঁরা। ভোররাত তিনটে নাগাদ ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে পড়ে যায় গাড়িটি।

খবর পাওয়ার পর দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালেশ্বর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ। ৫ জনকে উদ্ধার করে বালেশ্বর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃতদের নাম-রবীন্দ্র সাহু, সন্তোষ পান্ডা ও দেবাশিস পান্ডা। বাকি দু''জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

টিকাকরণে এক নম্বরে শহর কলকাতা

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। এই সময় বার বার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তবে পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। এখনও পর্যন্ত টিকাকরণে এগিয়ে শহর কলকাতা। এই মুহূর্তে নম্বরে থাকা কলকাতা শহরের ৩৫.৮ শতাংশ মানুষ টিকা নিয়েছেন। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে কাঁপছে রাজ্য। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। রাজ্যের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। মৃত্যুতেও লাগাম টানা যাচ্ছে না। সরকারি হাসপাতালে বেড মেলা ভার। সর্বত্র চলছে কালোবাজারি। অক্সিজেন থেকে ওষুধ, কোনওকিছুই সবসময় সোজাপথে মিলছে না। চারিদিকে শুধুই হাহাকার। এহেন অবস্থায় টিকা নিতে ছুটছেন সকলে। কোউইন অ্যাপের দারস্থ হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কোউইন অ্যাপ এমন এক অ্যাপ যেখানে রেজিস্ট্রেশন করলেই মিলবে ভ্যাকসিন। আর সেই অ্যাপের ড্যাশবোর্ড এবার প্রকাশ করল টিকা গ্রহণের পরিসংখ্যান।

যেখানে দেখা যাচ্ছে এক নম্বরে রয়েছে রাজ্যের কলকাতা শহর। ৩৫.৮ শতাংশ মানুষ টিকা নিয়েছেন মহানহরের বুকে। টিকাকরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমেদাবাদ, সেখানে ২৭ শতাংশ মানুষ টিকা নিয়েছেন। এরপরই তৃতীয় স্থানে রয়েছে বেঙ্গালুরু। ২৪.৮ শতাংশ মানুষ টিকা নিয়েছেন সেখানে। টিকাকরণের ক্ষেত্রে চেন্নাই, দিল্লি ও মুম্বইয়ের বাসিন্দার হারও কম নয়। চেন্নাই ও মুম্বইবাসীদের ২৩.৮ শতাংশ মানুষ টিকা নিয়েছেন। সংক্রমণ লাগাম ছাড়া হওয়ার পরও মাত্র ২১.শতাংশ দিল্লিবাসীর টিকা নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে করোনার ভয়ে ত্রস্ত হয়ে টিকা গ্রহণে তৎপর মানুষ।

মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ

সুতীর্থ চক্রবর্তী

কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অস্বস্তি প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল জার্নাল 'দ্য ল্যানসেট' যেভাবে তাদের সম্পাদকীয় এবং একাধিক নিবন্ধে বারতের বর্তমান এই কোভিড সংকটেরজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকারকে দায়ী করেছে, তা বেশ নজিরবিহীন। গত বছর কোভিড শুরুর সময় আন্তর্জাতিক স্তরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জেয়ার বলসোনারো-র সমালোচনা হয়েছিল করোনাকে তুচ্ছচাচ্ছিল্য করে নিজেদের দেশে সংকট তৈরি করার। এবার মোদির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরের চিকিৎসা সংক্রান্ত ম্যাগাজিনের আক্রমণ আরও শাণিত।

মার্কিন একটি সংস্থা পূর্বাভাস দিচ্ছে ১ আগস্টের মধ্যে বারতে কোভিডে মৃত্যু দশ লক্ষে পৌঁছাতে পারে। এটা খুবই উদ্বেগের। এখন দেশে কোভিডে মৃত্যু আড়াই লাখ ছুঁইছুঁই। রোজ চার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, তাহালেও দশ লক্ষে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তার মানে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ধারণা ভারতে অচিতেই কোভিডে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছবে। চার হাজার মৃত্যুতেই দেশজুড়ে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি, তার আমরা উপলব্ধি করছি। মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করা যাচ্ছে না, মাটিকে করবে দেওয়া যাচ্ছে না। সর্বত্র স্থানাভাব। দেহ গঙ্গায় ভ্যাসিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার মতো ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। দৈনিক দশ-পনেরো হাজার কোভিডে মৃত্যু ঘটলে দেশের লাশের পাহাড় জমে যাবে।

এইরকম একটা ভয়াবহ ভারতের ছবি এঁকে ল্যানসেটের সম্পাদকীয়তে সবটার জন্য দাবী করা হয়েছে মোদি সরকারকে। এই ম্যাগাজিনের অভিযোগ, গত বছরের শেষ দিক থেকে এই বছরের গোড়া পর্যন্ত ভারত সরকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলে কোভিডকে। গত বছরের শুরুতে কোভিডের প্রথম ঢেউয়ের সময়

ভারতের ভূমিকা যে প্রশংসনীয় ছিল , তা নিয়ে সংশয় নেই। থালা বাজানো, প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ হয়েছে ঠিকই, বা হঠাৎ করে লকডাউন ঘোষণা করে দেওয়ার পরিযায়ী শ্রমিকদের যে দুর্বিষহ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল তা নিয়েও সরকারকে নিন্দার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু নিন্দার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু তবৃৎ সরকার দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করে সেবার যে কোভিড সংক্রমণের শৃঙ্খলকে ভাঙতে সমর্থ হয়েছিল, তা স্বীকার করতেই হয়। তা নিয়ে হয় চিরতরে বিদায় নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী দর্ষবর্ধন মন্তব্য করেছিএলন, অতিমারী শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। মোদি সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতি আত্মাহুতির শামিল বলে এখন মনে করা হচ্ছে। কীভাবে অতিমারীর দ্বিতীয় তরঙ্গকে উপেক্ষা করা হল, তানিয়েই চলছে বিশ্বজুড়ে সমালোচনা। ল্যানসেট বলছে, ভারতের সরপকার দেশের উপর এই বিপর্যয়কে কার্যত ডেকে এনেছে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০-তে করোনার প্রথম ঢেউ শিখর ছুঁয়েছিল। সেদিন দেশে নতুন সংক্রমণ ছিল ৯৭,৮৬০। তারপর থেকে দৈনিক সংক্রমণ রোজ কমতে থাকে। এটা কমতে কমতে এ বছরের মার্চ মাসে দশ হাজারের কমে চলে গিয়েছিল। এই কমার গতি দেখেই কেন্দ্রীয় সরকার ধরে নিয়েছিল অতিমারী বোধহয় আর ফিরবে না। কারণ,মার্চ মাসেই দেশের পাঁচ রাজ্যে বিধানসবা ভোটের বিশাল আয়োজন শুণ্ড হল। কুম্ভমেলায় ছাড় দেওয়া হল। যাবতীয় সভা-সমাবেশ, বিয়েবাড়ি, সামাজিক অনুষ্ঠাদের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার হল। এটা যে কত বড় ভুল , তা এখন বোঝা যাচ্ছে।

করোনা চলে গিয়েছে ভেবে যখন সমস্ত সমাবেশ ছাড় দেওয়া হল, তখন কিন্তু টিকাদানের গতি বাড়িয়ে দেশবাসীকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা হয়নি। আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন, ভারতের সরকারের নীতি নির্ধারকদের অনেকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, ভারতে গোষ্ঠী অনাক্রমাতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। ফলে টিকা না নিলেও অত চিন্তা নেই। কিন্তু এখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে টিকা নিয়েও উদ্বেগে থাকতে হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেথন সংক্রমণ বেশি ছড়িয়ে পড়লে ভাইরাস রূপ পাল্টে আরও দুর্দম হয়ে ওঠে। তখন তাকে ওষুধ দিয়েও রোখা যায় না। এই অপ্রতিরোধ্য ভাইরাসকে ভ্যাকসিন দিয়েও মারা যায় না। ভারতের ক্ষেত্রে এখন সেরকমটাই হতে চলেছে কি না, প্রশ্ন সেটাই। অনেক দিন ধরেই বিজ্ঞানীরা পূর্বাভাস দিচ্ছেন, এবার বুঝি ভাইরাসের শক্তি কমবে। দ্বিতীয় ঢেউ আস্তে আস্তে বিদায় নেবে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সেটা ঘটছে না। সংক্রমণও বাড়ছে, মৃত্যুও বাড়ছে। অর্থাৎ ভাইরাস ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে যদি ভাইরাস আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়, তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুধু মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প কিছু থাকবে না। ওষুধ প্রতিরোধকারী ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান আমরা হামেশাই পাই। এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণেণ শিকার হলে অনেকেরই প্রাণ যায়। করোনা হল এক অতি সংক্রমণকারী ভাইরাস। এই ভাইরাস যদি সমস্তরকম ওষুধ ও প্রতিষেধক প্রতিরোধকারী হয়ে যায়, তাহলে তা কী বিপজ্জনত হতে পারে সেটা কল্পানাতেই আনা যাচ্ছে না।

শুধু শহর নয়, এবার গ্রামেও যেভাবে করোনার থাবা বিস্তৃত হয়েছে, তা অকল্পনীয়। মানুষ যে অবশেষে ভয়ংকর ভীত হয়ে পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সরকার পরিপূর্ণ লকডাউন না করলেও দুপুরের পর থেকে এই রপাজ্যের বহু অঞ্চলে রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে যাচ্ছে,। প্রথমবার লকডাউনে মানার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দ্বিধা ছিল। এবার অর্থনীতির কথা চিন্তা করে সরকার লকডাউনে আগ্রহী না হলেও মানুষ সতঃস্ফূর্তভাবে লকডাউন করে ফেলছে। আসলে, একন লোকে আর জীবিকার কথা চিন্তা করছে না। করোনার থেকে প্রাণ বাঁচানোটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বছরের গোড়ায় মোদি সরকার সবকিছু দ্রুত স্বাভাবিক করে অর্থনীতিকে বাঁচানোর কথা বলেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, আম ও ছালা দুটোই যাওয়ার পথে। অর্থনীতি তো বাঁচলই না। মানুষের প্রাণ বাঁচানোই এখন দুস্কর হয়ে উঠছে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

কি করে মানুষ বাঁচবে ?

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সারা জীবনের মতো ভারতের সম্মান ধুলোয় মিশে গেল। এতদিন দেশের মধ্যে তিনি সমালোচিত হতেন এবার তাঁর নিন্দায় মুখর ল্যানসেট পত্রিকার মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় মেডিকেল জার্নাল। লজ্জার এটাই যে স্বাধীনতার পর কোনোদিন এভাবে হাত পাততে হয়নি, যেভাবে এখন অক্সিজেন নিতে হচ্ছে সমস্ত দেশ থেকে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি, বিশ্বের অন্যতম সেরা গণতন্ত্র যারা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনে দাবিদার তারা কি না দেশের মানুষকে মেডিকেল অক্সিজেন জোগাতে পারে না, এতই অবাচীন ভারতের সরকার।

নমস্তে মোদি। সারা বিশ্ব যখন করোনা দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে সুশ্চিন্তায় প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি দেশেরসব অক্সিজেন বিদেশে রফতানি করতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এরপর বিশ্বাসী মানুষকে বলে দেন, ভারতে করোনা শেষ। প্রধানমন্ত্রী মহানন্দে শুরু করে ফেললেন ভ্যাকসিনের রফতানি। আন্তর্জাতিক বেচাকেনার দারুন বাজার। দেশের সকল মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার জুমলা দেখানো চললো ততক্ষণ, যতক্ষণ রাজ্যে রাজ্যে ভোট ছিল। ভোট শেষ হতে না হতেই সরকার বলে দিল, ১৮ থেকে ৪৫ বছরের যুবদের কিনি নিতে হবে। সেখানেও দামে বৈষম্য। কেন্দ্রের দাম কম। রাজ্য সরকারকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। রাজ্যের চাইতে বেসরকারি সংস্থাকে বেশি দিতে হবে, আর সব চাইতে তারা বেসরকারিভাবে ভ্যাকসিন নিতে চায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত, বিশ্বের কোনোদেশে তার নাগরিককে এভাবে ভ্যাকসিন বেচেনি। আমাদের দেশেও সত্তর বছর ধরে বহু সরকার এসেছে, কেউ কোনো ভ্যাকসিন নাগরিককে বিনতে বলেনি। কোনো রাজ্যকে কিনতে বলে না। এটা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকায় হবে, এমনটাই দেশের রীতি। এমনকি ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দেবে, পিপিই কিটস থেকে অক্সিজেন প্ল্যান্ট, বেন্টিলেটর ইত্যাদি দেওয়া হবে বলে রাতারাতি পিএম কেয়ার ফান্ড তৈরি করে হাজার বাজার কোটি টাকা সংগহ করা হলো। তাহলে কেন একন বলা হচ্ছে ভ্যাকিসিন কিনে নিতে হবে? কোথায় ভেন্টিলেটর? পিপিউ পর্যন্ত নেই। কোথাও অক্সিজেন প্ল্যান্ট, সিলিন্ডার পর্যন্ত নেই। এমনকি প্রাণদায়ী ওষুধ, ইঞ্জেকশন, করোনা পরীক্ষার কিটস সমস্ত কিছুর অভাব। কেন কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া হলো না? কোথায় গেল তাহলে পিএম কেয়ারের টাকা? সংসদে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মহুয়া মৈত্রি জানতে চাইছেন, আদালতে যখন জানতে চাওয়া হচ্ছে, আর টিআই করে যখন জানতে চ্যায়া হচ্ছে, তখন মোদি সরকার চুপ। তারা তো লিখেই দিয়েছে, এই ফান্ডের টাকার হিসেবে নেওয়া যাবে না। এমনকি কম্প্রেটোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল পর্যন্ত অডিট করে দেখতে পারবেন না কত টাকা এলো, আর সেই টাকা কোথায় গেল। মহামারি থেকে দেশবাসীকে বাঁচানোর নামে টাকা নিয়ে তার এই পরিণাম। এরপর দেশবাসী কিকরে ভরসা রাখবে?

চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার পরিচালনার দৃষ্টান্ত রেখেছে মোদি সরকার। করোনা দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে সুনামির মতোই এসে পৌঁছেছে জানার পরেও এক কোটির বেশি ভক্তকে কুম্ভ মেলায় অংশ নিতে দিয়েছে শুধুমাত্র উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলিসর সমর্থন প্যায়ার জন্য। অথচ ঠিক একবছর আগে কয়েক হাজার তগলিকী সদস্যকে বলির পাঁঠা কের মোদি দেশে করোনা আতঙ্ক কাজে লাগিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ করেছিল। প্রতিটা পদক্ষেপে মোদি আসলে এই মারত্মক ভাইরাসটির মোকাবিলার চাইতে তাকে সামনে রেখে রাজনীতি করে গেছেন। যখন সেটা প্রয়োজন হয়েছে মুসলিম বিরোধী রাজনীতির মধ্যে দিয়ে

অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নতুন বছরের শুরু থেকেই বলছে বিশ্বে করোনা ঝড় আসছে। ব্রিটেনে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হলো লকডাউন, ছড়ানো শুরু হল সাউথ আফ্রিকা, ব্রাজিলে। তখনও বঙ্গ বিজয় নিয়ে দেশের শাসককূল মেতে আছে। দিদি দিদি করতে করতে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় ডেইলি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছেন বাংলায়। ফলে অক্সিজেন নিয়ে ব্যবসা চলতে থাকলো বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য আগাম কোনো বিজার্ভ না রেখেই। দেশের মধ্যে উৎপাদিত হাজার হাজার মেট্রিকটন অক্সিজেন চলে গেলে বিদেশে বিক্রি করার জন্য। এত অক্সিজেন ভারত কোনদিন বিক্রি করেনি গত আট মাসে যা করেছে। ফলে কি হল? দেশে অক্সিজেনের অতিরিক্ত ভান্ডার শুকিয়ে গেল।

সময়ের মধ্যে যা কখনো কোনো সরকার করেনি। ফলে দেশের মধ্যেই একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছিল নারবে। ব্যাপক চাহিদা মেটানোর জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকারছিল সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল মোদি সরকার। কিন্তু করোনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে সবলবলে মোটি সর্বক্ষণ সক্রিয় থেকেছেন বড় বড় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাবেশ করে। কখনো ভাবেন নি এত মানুষের সমাগম ঘটলেকি করে রাজ্য সরকার এবং স্বাসত্য ক্ষেত্রে চাপটা নেবে?

অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নতুন বছরের শুরু থেকেই বলছে বিশ্ব করোনা ঝড় আসছে। ব্রিটেনে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল সাউথ আফ্রিকা, ব্রাজিলে। তখনও বহু বিজয় নিয়ে দেশের শাসককুল মেতে আছে। দিদি দিদি করতে করতে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় ডেইলি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছেন বাংলায়। ফলে অক্সিজেন নিয়ে ব্যবসা চলচে থাকলো বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য আগাম কোনো রিজার্ভ না রেখেই। দেশের মধ্যে উৎপাদিত হাজার হাজার মেট্রিকটন অক্সিজেন চলেগেল বিদেশে বিক্রি করার জন্য। এত অক্সিজেন বারতকোনদিন বিক্রি করেনি গত আট মাসে যা করেছে । ফলে কি হল? দেশে অক্সিজেনের অতিরিক্তি বান্ডার শুকিয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্যায়ে করোনার ঢেউ এভাবে আছড়ে না পড়লে সরকারের এই ভুল ধরা পড়ত না। আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন একসঙ্গে হাজার হাজার রোগী এসে হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইছে যখন লিখে দিতে হচ্ছে অক্সিজেন নেই। ভর্তি করা যাবে না। কিনা অক্সিজেনর মানুষ রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে আছে হাসপাতালের সামনে শুয়ে শুয়ে মারা যাচ্ছে। এমনকি হাসপাতালের মধ্যে থেকেও বেন্টিলেশনে থেকেও অক্সিজেনের অভাবে একসঙ্গে ২৫ থেকে ৬০ জন রোগী মারা গেল। দায় এড়াতে কেন্দ্র বলল-ওটা রাজ্যের দোষ। রাজ্য অক্সিজেন নেওয়ার জন্য ট্যাঙ্কার পাঠায়নি। তারা প্রস্তুত ছিল না। আর রাজ্য জানালো, অক্সিজেনের যখন চরম চাহিদা, হাসপাতালগুলো অক্সিজেন পাওয়ার জন্য আদালতে গিয়ে হাজরি হয়েছে তখন অক্সিজেন দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল, অথত তার আগে অক্সিজেন দেওয়ার বদলে বরাদ্দের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। কমিয়ে দিয়েছিল খোদ কেন্দ্রীয় সরকার নিজে। কেনৎ এখানেও ঘৃণা রাজনীতি। টার্গেট, দিল্লির কেজরিওয়াল সরকারকে অপদস্থ করা। একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার রয়েছে দিল্লিতে এটা প্রমাণ করার জন্য অক্সিজেন সংকটে মৃত্যু। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানায় তখনও উদ্বৃত্ত অক্সিজেন, তা সত্ত্বেও তারা দিল্লি থেকে ট্যাঙ্কারঢুকতে দেয়নি। এর থেকেই মনে হয়েছে গোটা ব্যাপারটাকে মারাত্মক করে তোলার পিছনে বিজেরি নেতৃত্বের একটা অঘোষিত সঙ্গবদ্ধ অকর্মণ্য প্রশাসনিক ভূমিকা কাজ করেছে। সেটা কতটা কাকতালীয় আর কতটা পরিকল্পনামাফিক সেটা জানার জন্য উচিত ছিল দিল্লি হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব বিচারবিভাগীয় তদন্ত। এতগুলোহাসপাতাল বারবার জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রে ট্যাঙ্কার পৌঁছছে কমপক্ষে পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরিতে। ততক্ষণে বহু মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। অথচ বায়ুসেনার বিমানে করে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে অক্সিজেন এনে দিল্লির হাসপাতালগুলিতে মজুত করা যেত। দিল্লি হাইকোর্ট আগেই সেই পরামর্শ দিয়েছিল। সেটাও সেই সময়ে কর্ণপাত করা হয়নি। পরে সেটা করা হলো এতগুলো মানুষের প্রাণ চলে যাওয়ার পর। সারা বিশ্বের কাছে এরপর মোদি প্রশাসনের আর বিন্দুমাত্রা সম্মান সে নেই সেটা বোঝার পর এখন শুরু হয়েছে দোশের জন্য বলি খোঁজার। অফিসারেরা সঠিক তথ্য দেয়নি, দিলে কি মন্ত্রী কখনো ভুল কথা বলে ? এরকম শিশুসুলভ বিবৃতি দিচ্ছেন এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। দু-চাজন আমলাকে বদলিকরিয়ে তারা এখন এই লজ্জার ও কলঙ্কের দায় থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু ইতিহাস এই সরকারকে ক্ষমা করবে না। দেশের সমস্তশহরে এখন হসপিটাল বেডের তীব্র সংকট। হাসপাতালে হাসপাতালে অক্সিজেন নেই, ভর্তি বন্ধ। এমনকি আরসিটি পরীথার এবং করোনা টেস্টের উপাদান ও করোনা চিকিৎসার ওষুধেও ঘাটতি ধরা পড়েছে। এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছে কালোবাজারে একটি রেমডিসেভির ইঞ্জেকশনের। এই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় মরণাপন্ন করোনা রোগীকে। সরকার কি মরণাপন্ন রোগীর ওষুধটুকুও বন্দোবস্ত রাখবে না যথেষ্ট পরিমাণে। এই ওষুধ তো খোলাবাজারে বিক্রি করা হয় না। তাহলে এর অভাব কেন? সরকার আয়োজন করেনি বলে। এত অপদার্থ অদক্ষ সরকার থাকলে এই ধরনের মহামারিতে লাখ লাখ মানুষ মারা যাবেই। কে বাঁচবে এই হতভাগ্য দেশবাসীকে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩৩৭ জনের, দিল্লিতে কোভিড সংক্রমিত ১৩.৮৭-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ধীরে ধীরে কমছে করোনার সংক্রমণ, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিদিনই। দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৩৭ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬,৪৩০ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪১১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২১ হাজার ২৪৪ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৭২ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১১, ৫৯২ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬৬ হাজার ২৯৫ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ১১.৩২ শতাংশ।

উত্তরাখণ্ডে দুই হাজারের বেশি পুলিশ কর্মী কোভিড-আক্রান্ত : ডিজিপি

দেহরাদূন, ১৫ মে (হি.স.): দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে করোনাভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশই বাড়ছে। সাধারণ মানুষ তো আক্রান্ত হচ্ছেনই, সংক্রমিত হচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা। উত্তরাখণ্ডে শনিবার দুপুর পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি পুলিশ কর্মী করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি অশোক কুমার এমনটাই জানিয়েছেন। শনিবার ডিজিপি জানিয়েছেন, 'বর্তমানে, রাজ্যে দুই হাজারের বেশি পুলিশ কর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা-আক্রান্ত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে ১৮০০ জন টিকার দু''টি ডোজ নিয়েছেন এবং প্রায় ২০০ জন এখনও পর্যন্ত টিকার দু''টি ডোজ পাননি।' সবথেকে বেশি পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন দেহরাদূন জেলায়। ডিজিপি-র কথায়, 'দেহরাদূন জেলায় সর্বাধিক ৩০০ পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়াও উধম সিং নগরে ২৩৫ জন জওয়ান এবং হরিদ্বার জেলায় ২২২ জন পুলিশ কর্মী করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন।'

ভারতে সঠিক ভ্যাকসিন কৌশল প্রয়োজন : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): টিকাকরণ কর্মসূচি নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রকে আক্রমণ করার পাশাপাশি রাহুল জানিয়েছেন, ভারতে সঠিক ভ্যাকসিন কৌশল প্রয়োজন। রাহুল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ভারত সরকারের সর্বনাশা ভ্যাকসিন কৌশল ধ্বংসাত্মক তৃতীয় তরঙ্গকে নিশ্চিত করবে। তাঁর মতে, এমনটা হতে দেওয়া যায় না।

শনিবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'ভারত সরকারের সর্বনাশা ভ্যাকসিন কৌশল ধ্বংসাত্মক তৃতীয় তরঙ্গকে নিশ্চিত করবে। পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যায় না। ভারতে সঠিক ভ্যাকসিন কৌশল প্রয়োজন।' উল্লেখ্য, ভারতে টিকাকরণ কর্মসূচি দ্রুততার সঙ্গে হলেও, কিছু কিছু রাজ্য থেকে মাঝেমধ্যেই টিকার অভাবের কথা সামনে আসছে।

যশ রাজ ফিল্মসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ আদিত্য চোপড়ার

মুম্বাই, ১৫ মে (হি. স.) : "যশ রাজ ফিল্মস"-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অভিনব উদ্যোগ নিল সংস্থার কর্ণধার আদিত্য চোপড়া। জানা গিয়েছে, ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চোখ ধাঁধানো সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে নির্ধারিত করা হয়েছিল কোটি কোটি টাকা। এবার সেই বাজেটের টাকা দেশের করোনা আক্রান্ত ও দুঃস্থদের জন্য ব্যবহৃত হবে বলে জানিয়েছেন আদিত্য চোপড়া। দেশে করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হওয়ার কারণে প্রতিদিনই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুমিছিলের হার। বাড়ছে অক্সিজেনের হাহাকার, হাসপাতালের বেড এবং ওষুধের চাহিদাও। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই সিদ্ধান্ত নিল আদিত্য চোপড়া। গত বছরই নিজেদের প্রযোজনা সংস্থার ৫০তম জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করার কথা ছিল আদিত্য চোপড়ার। তবে করোনার অতর্কিত হামলায় বাধ্য হয়েই বন্ধ রাখতে হয়েছিল সেই পরিকল্পনা। তাই সবদিক খতিয়ে দেখে যশ রাজ ফিল্মসের কর্ণধারের সিদ্ধান্ত তাঁদের এই উদযাপনের টাকা ব্যবহৃত হবে আরও উন্নততর স্বার্থে।

করোনা-আক্রান্ত নাট্যকর্মীদের পাশে শ্রেয়াস তলপড়ে

মুম্বই, ১৫ মে (হি.স.): করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে অন্যরকম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন শ্রেয়াস তলপড়ে। শ্রেয়াস আগে তৈরি করা অ্যাপকে কাজে লাগিয়েছেন করোনা-আক্রান্ত নাট্যকর্মীদের পাশে দাঁড়ানের জন্য এগিয়ে এসেছেন। শ্রেয়াস আগের বছর একটি অ্যাপ লঞ্চ করেছিলেন। এই অ্যাপে ক্লিক করলেই নানা রকম লাইভ পারফরম্যান্স, নাটক, অডিও বুকের হদিস পাওয়া যায়। এই অ্যাপের গ্রাহক হলে তবেই আপনি নানা রকম লাইভ পারফরম্যান্সের আস্বাদ পেতে পারবেন। শ্রেয়াস তাঁর এই অ্যাপকেই এবার কাজে লাগিয়েছেন করোনা-আক্রান্ত নাট্যকর্মীদের পাশে দাঁড়ানের জন্য। কীভাবে? এক দারুণ উপায় বের করেছেন শ্রেয়াস। এই অ্যাপেই নতুন একটা বিভাগ সংযোজন করেছেন তিনি। এই বিভাগটির মাধ্যমে বিভিন্ন নাট্যদলের নাটক মানুষ দেখতে পারবেন। এই নাটক বিনা পয়সায় দেখা যাবে না। দেখতে গেলে টিকিট কেটে দেখতে হবে। এই টিকিটের টাকার অর্ধেক দেওয়া হবে কলা কুশলীদের ।আর বাকি অর্ধেক দুঃস্থ করোনা-আক্রান্ত নাট্যকর্মীদের জন্য দান করা হবে। শ্রেয়াস মনে করেন নিশ্চয়ই মানুষ টিকিট কেটে নাটক দেখবেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ডিফুতে দুষ্কৃতীর গুলি, খুন যুবক, আটক যুবতী

ডিফু (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : কারবি আংলং জেলায় দিন-দুপুরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে জনৈক যুবককে। শনিবার দুপুরে ডিফু-ধনশিরি রাস্তার ওপরে এক যুব-ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় অঞ্চল জুড়ে তীব্র চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহতকে ডিফু শীতলাবাড়ির বাসিন্দা দীপক সিনহার বছর ২১-এর ছেলে দেবজিৎ সিনহা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দুষ্কৃতকারীরা মোবাইল ব্যবসায়ী দেবজিৎকে শূন্য দূরত্ব থেকে গুলি করে হত্যা করেছে। ডিফু পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিফু শহর থেকে মটর সাইকেলে করে ধনশিরিতে মাসির বাড়িতে যাচ্ছিল দেবজিৎ। তার সঙ্গে মটর সাইকেলের আরোহী ছিল আরেক যুবতী। হাতিক্যাম্প নামের এক জায়গায় অজ্ঞাতপরিচয় দুই দুষ্কৃতী দেবজিতের রাস্তা আগলে ধরে মটর সাইকেল থামিয়ে দেয়। তারা দেবজিতের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে শুরু করে তর্কাতর্কি। তর্কাতর্কির সময় দুই যুবকের মধ্যে একজন পিস্তল বের করে শূন্য দূরত্ব থেকে গুলি চালালে তিনটি গুলি লাগে দেবজিতের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গেই দেবজিৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে তার।

এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দুই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে দুই দুষ্কৃতকারীর মটর সাইকেল পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও তাদের আটক করতে পারেনি। তবে হত্যাকারীর খোঁজে ডিফু পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ঘটনার সময় দেবজিতের বাইক-সঙ্গিনী পূর্ণিমা সিংকে পুলিশ আটক করেছে। কারবি আংলঙের পুলিশ সুপার দেবজিৎ দেওরি যুবতীটিকে ডিফু থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ এনএসসিএন (কে) জঙ্গি-সংযোগী গ্রেফতার ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : এনএসসিএন (কে) জঙ্গি সংগঠনের এক লিঙ্কম্যান তথা সংযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। আজ শনিবার সকালে অভিযান চালিয়ে আসাম রাইফেলস ও ডিমা হাসাও পুলিশ লাইসং থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এনএসসিএন খাপলাং জঙ্গি গোষ্ঠীর এই লিঙ্কম্যানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস ও ডিমা হাসাও পুলিশ শনিবার সকালে অভিযান চালায় লাইসঙে। সেখানে তার নিজের বাড়ি থেকে ইগাইনেয়িং নিউমে নামের এনএসসিএন (কে) জঙ্গি সংগঠনের এই লিঙ্কম্যানকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত জঙ্গি সংগঠনের লিঙ্কম্যানের কাছ থেকে যৌথ বাহিনী একটি পিস্তল, এক রাউন্ড তাজা গুলি ও সিম ভরতি একটি বিভো মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইগাইনেয়িং নিউমে নাগাল্যান্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে হাফলঙে এনএসসিএন ক্যাডারদের কাছে সরবরাহ করার মতলবে ছিল। এ ধরনের তথ্য হাতে পেয়েই আসাম রাইফেলস ও জেলা পুলিশের যৌথ বাহিনী অভিযানে নেমে এনএসসিএন খাপলাং জঙ্গি গোষ্ঠীর এই লিঙ্কম্যানকে গ্রেফতার করে শনিবার। বর্তমানে ধৃত জঙ্গি সংগঠনের লিঙ্কম্যানকে লাইসং থানায় রেখে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

করোনার সংক্রমণ কমছে, দিল্লিতে কোনও খামতি রাখছেন না কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): দিল্লিতে কোনও রকম খামতি রাখছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। করোনা-রোগীদের জন্য অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ব্যাঙ্ক তৈরির ঘোষণা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশাপাশি শনিবার তিনি জানান প্রয়োজনে অক্সিজেনের 'হোম ডেলিভারি'-র ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। কেজরিওয়াল এদিন জানান, 'করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করার জন্য দিল্লিতে সর্বাগ্রে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ব্যাঙ্ক শুরু করতে চলেছি আমরা। আমরা শনিবার থেকে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ব্যাঙ্কের জরুরি পরিষেবা শুরু করছি। যথাসময়ে করোনা-রোগীদের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে যাওয়ায় অত্যন্ত জরুরি। হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন কোনও করোনা-রোগীকে প্রয়োজনের সময় দু''ঘন্টার মধ্যেই তাঁর বাড়িতে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।'

দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই কমছে বলে ফের জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়ালের কথায়, 'দিল্লিতে করোনার সংক্রমণ লাগাতার কমছে। কিন্তু, আমরা নিজেদের কাজে কোনও রকম খামতি রাখছি না। আমাদের চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মীরা মিলে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ১,০০০ আইসিইউ বেড তৈরি করেছেন। দিল্লিবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি।' প্রসঙ্গত, দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪৩০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৩৭ জনের।

শনিবার ডিমা হাসাও জেলায় রেকর্ড, একদিনে ৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত, বহু মানুষ মানছেন না কোভিডবিধি

হাফলং (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে কোভিড-১৯। শনিবার ডিমা হাসাও জেলায় রেকর্ড গড়ে ৩৯ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তার পরও পাহাড়ি এই জেলায় সাধারণ মানুষ কোভিডকে সতর্ক নন দেখে সন্ত্রস্ত সচেতন মহল। সামান্যতম সচেতনতা দেখা যাচ্ছে না হাফলং শহরের আমজনতার মধ্যে।

কোভিডের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া ১৪৪ ধারার অধীনে জেলায় সাপ্তাহিক হাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়ার পরও আজ শনিবার হাফলঙে একাংশ ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ এই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাজারে ভিড় করেন। শনিবার হওয়ায় আজ ছিল হাফলঙে সাপ্তাহিক হাটবার। সরকারি নির্দেশ না থাকার পরও আজ হাফলঙে সাপ্তাহিক হাট বসে। এতে বাজারে প্রচুর জনসমাগম ঘটে। বাজারে আগত বহু মানুষ মেনে চলেননি সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ্য বিধি। তার পরও জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, অভিযোগ তুলেছেন অনেকে।

ডিমা হাসাও জেলায় একাংশ লোক মানছে না সরকারি নীতি নির্দেশিকা। কারফিউ ভঙ্গ করে একাংশ বিনা কাজে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসছেন। তার উপর যুগ্ম ও অযুগ্ম নম্বরে যানবাহন চলাচল করার বিষয়টিকে মানছেন না একাংশ জনতা। আগামীকাল থেকে সমগ্র রাজ্যে বলবৎ হবে নতুন এসওপি। আগামীকাল রবিবার থেকে সমগ্র রাজ্য সহ ডিমা হাসাও জেলায়ও বেলা ১১টায় বন্ধ করতে হবে সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট। এবং বেলা ১২টা থেকে পরের দিন সকাল ৫-টা পর্যন্ত চলবে কারফিউ। বর্তমানে সমগ্র রাজ্য জুড়ে যে ভাবে কোভিডের তাণ্ডব বেড়েছে, এতে অসমে সম্পূর্ণ লকডাউন হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন না হলে অসমে সম্পূর্ণ লকডাউন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট মহল।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ৪৬৫ হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২০১ জন। বর্তমানে ৩৫ জন রোগীর চিকিৎসা হাফলং সরকারি হাসপাতালে চলার পাশাপাশি ২১৬ জন রোগীকে রাখা হয়েছে হোম আইসোলেশনে।

হাফলঙে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে হবে আইসিইউ নির্মাণের কাজ শেষ হবে, বলেছেন মন্ত্রী যোগেন

হাফলং (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : হাফলং সরকারি হাসপাতালে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আইসিইউ নির্মানের কাজ শেষ হয়ে যাবে। বর্তমানে কোভিডে আক্রান্ত জটিল রোগীদের রাখার জন্য ১০টি বিছানা যুক্ত আইসিইউর নির্মাণ কাজ চলছে এবং আগামী পক্ষকালের মধ্যেই তা কর্মক্ষম হয়ে উঠবে, জানান রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেন মোহন।

ডিমা হাসাও জেলার কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে শনিবার এক ঝটিকা সফরে হাফলং আসেন রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন। আজ সকালে ডিফু থেকে রয়ওনা হয়ে বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ হাফলং আবর্ত ভবনে উপস্থিত হয়ে ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ, দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাহাড়ি জেলার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে কোভিড নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে মন্ত্রী যোগেন মোহন সাংবাদিকদের বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে একটি ল্যাব স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া কোভিডের টিকা ও রেমডিসেভির ইঞ্জেকশনের যে অভাব রয়েছে তা দ্রুত দূর করতে রাজ্য সরকার শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া কোভিডে আক্রান্ত জটিল রোগীদের গুয়াহাটি বা ডিফুতে উন্নত চিকিৎসার জন্য যাতে স্থানান্তরিত করা যায় তা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়ে বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এবং বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে সব সমস্যা রয়েছে তা তিনি গুয়াহাটি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অবগত করবেন যাতে দ্রুত এইসব সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়।

মন্ত্রী যোগেন মোহন বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় ৩৫ হাজার টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে আরও মানুষকে যাতে দ্রুত টিকা দেওয়া যায় তার জন্য টিকার অভাব মেটাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন মন্ত্রী। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ডিমা হাসাওয়ে জন সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার এবং রাজ্যের অনান্য জেলার তুলনায় এখানে পজিটিভিটি রেট কম। মাত্র ৪.২৬ শতাংশ। এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪২৬ জন যা রাজ্যের অনান্য জেলার তুলনায় কম বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী যোগেন মোহন।

হাফলং আবর্ত ভবনে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, জেলাশাসক পল বরুয়া, পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য স্যামুয়েল সাংসন, পরিষদের প্রধান সচিব জুবি নামপুই স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব টিটি দাওলাগাপু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তা ডা. লীনা হাকমকসা, হাফলং সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. কল্পনা কেম্প্রাই এবং পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং প্রমুখ।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের মৈনায় করোনায় আক্রান্ত একই পরিবারের দুই জা-এর মৃত্যু

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জের মৈনায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একই পরিবারের দুই সদস্যার মৃত্যুতে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পর্কে দুই জা গীতা ধর চৌধুরী এবং রীতা ধর চৌধুরী করোনার বলি হয়েছিলেন। জানা গেছে, প্রায় পনেরো দিন আগে তাঁদের বাড়িতে এক বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল। এর পরই গীতা ধর চৌধুরী জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর না কমায় তাঁকে প্রথমে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সঙ্কটজনক থাকায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা গীতা ধরকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানে তাঁর করোনা টেস্ট করে পজিটিভ ধরা পড়ে। গীতা ধরের চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর জা রীতা ধরও জ্বরে আক্রান্ত হন। করোনা পরীক্ষায় তাঁর শরীরেও পজিটিভ ধরা পড়ে। তাঁকেও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নিষ্ঠুর পরিহাস, দুই জা আর ঘরে ফিরে আসেননি। ফিরে আসে তাঁদের মৃতদেহ। অদৃশ্যের নির্মম পরিহাস, একদিনের ব্যবধানে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দুই জা''র প্রাণ কেড়ে নেয় করোনা। এদিকে মৃত্যু সংবাদ করিমগঞ্জ পৌঁছার পর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে মৈনার বাড়িটি কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করে। একই পরিবারের দুই মহিলার করোনায় মৃত্যু হওয়ায় এলাকার জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এদিকে আজ শনিবার করিমগঞ্জ জেলায় ১,৬৯৫ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়। এতে ১০৩ জন করোনা আক্রান্ত ধরা পড়েছেন। শনিবার পর্যন্ত জেলায় ৬৯৬ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। আজ পর্যন্ত ১২৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

জীবিত রোগীকে 'মৃত' ঘোষণা করে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু ! হুলস্থুল কল্যাণীর হাসপাতালে

কৃষ্ণনগর, ১৫ মে (হি.স.) : করোনা আক্রান্ত রোগী 'মৃত' জেনে তাঁর পরিবারের লোকজন সৎকারের জন্য দেহ নিতে এসে 'মৃত' রোগী জীবিত দেখে হুলস্থুল কল্যাণীর কোভিড হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর এমন ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কল্যাণীর নেতাজি সুভাষ স্যানেটোরিয়াম কোভিড হাসপাতালে। 'মৃত' জেনে তাঁর পরিবারের লোকজন দেহ নিতে হাসপাতালের বাইরে বসেছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা ওই রোগীর ডেথ সার্টিফিকেটে রোগীর নাম ধরে ডোম ডাকতেই 'মৃত' রোগী তখন বেডের উপর বসে উত্তর দিলেন। জীবিত রোগীকে মৃত বলায় স্বভাবতই কিছুটা বিরক্ত হয়ে পড়েন ডোম। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়ার ধানতলা হিজুলি গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত কর্মকার (২৭) জ্বর ও শ্বাসকষ্ট উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ ছিলেন। ১০ মে তাঁকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৩ মে শুক্র তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তড়িঘড়ি সেখান থেকে তাঁকে কল্যাণীর কোভিড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৪ মে সকাল দশটা নাগাদ হাসপাতালে পক্ষ থেকে সুব্রতের বাড়িতে টেলিফোন করে জানানো হয়, ছেলের মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ছুটে আসেন বাবা সত্যরঞ্জন কর্মকার।

রোগীকে জীবিত দেখে প্রথমটায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে পরিবার। কিন্তু পরক্ষণেই একরাশ আতঙ্ক গ্রাস করে তাঁদের। তাঁরা আর রোগীকে এই হাসপাতালে রাখতে রাজি হননি। কারণ যে হাসপাতাল জীবিতকে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারে, সেখানকার চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সত্যিই প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। শুক্রবার রাতেই তাঁরা রোগীকে বাড়ি নিয়ে আসেন। তবে আতঙ্কের কারণ একটি নয়, একাধিক। জীবিত রোগীকে মৃত বলে দেখিয়ে যে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে, সেই ডেথ সার্টিফিকেটে ওই রোগীর জীবিত বাবাকেও মৃত বলে লেখা হয়েছে! কীভাবে এমন মারাত্মক ভুল হল, সে বিষয়ে কল্যাণীর মহকুমাশাসক হীরক মণ্ডলের বক্তব্য, "বিষয়টা আমি শুনেছি। আমি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বলেছি, বিষয়টা আমাকে বিস্তারিত জানাতে।" এ বিষয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, "হ্যাঁ, একটা ভুল হয়েছে। তার কারণ একই নামে দুজন রোগী প্রায় একই সময়ে ওই হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। একদম এক নামে। একই ডকুমেন্টে দুই রোগী ভর্তি হয়েছিলেন। যার ফলে ঘটেছে এই কেলেঙ্কারি। এটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। তবে এটা হওয়া উচিত ছিল না।" রানাঘাটের মহকুমা শাসক ইতিমধ্যে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ঘটনাটি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

করোনায় বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি সূর্যকান্ত মিশ্রর

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.) : "মোদী সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকারের অপদার্থতা করোনার মোকাবিলাকে কঠিন করে তুলেছে।" এই অভিযোগ করে করোনায় বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানালেন সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।

শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "করোনা ভাইরাস অতিমারি দ্বিতীয় পর্যায়ে ভয়ঙ্করতম আকার ধারণ করেছে। গোটা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, প্রত্যেকটি পরিবার অবর্ণনীয় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। অসংখ্য পরিবার স্বজনদের হারাচ্ছেন। এই অসহায় অবস্থা অনিবার্য ছিল না।

রাজ্যে ১৫ দিনের জন্য পুনরায় লকডাউন করা হয়েছে। লকডাউনের সময় মানুষকে রক্ষা করার জন্য আনুষঙ্গিক অবশ্য করণীয় দায়িত্বগুলি সরকারকে পালন করতে হবে। রোগ পরীক্ষা, চিকিৎসার সহায়তা, চিকিৎসার সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ততা অতিক্রম করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিনামূল্যে গণটিকাকরণের জন্য যাবতীয় প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। বিশেষত টিকার দ্বিতীয় ডোজের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করতে হবে। ২০২০ সালে লকডাউনের নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সকলের হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের জন্য আবার লকডাউনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে আর্থিক ও চিকিৎসাগত সহায়তা দানের ঘোষণারও প্রয়োজন ছিল। কর্মহীনতা, জীবিকা ও কর্মস্থান থেকে ছাঁটাই এখন মারাত্মক অবস্থায়; আরও শোচনীয় অবস্থার দিকে তা যাচ্ছে। এ সময়ে কর্মচ্যুত ও কর্মহীনদের মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা এবং দৈনিক পাঁচ কেজি করে চাল-গম দেবার অত্যন্ত জরুরি দাবি পূরণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও এ জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার দাবি জানাতে হবে। সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লকডাউনের সময়ে অস্থায়ী ও আংশিক কর্মীদের বেতন বা মজুরি সুনিশ্চিত করতে হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, খুচরো বিক্রেতা ও অন্যান্য অস্থায়ী কাজের কর্মীদের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত মানুষদের সহায়তায় বিভিন্ন সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং রেড ভলান্টিয়ার সহ বিভিন্ন উদ্যোগীদের কর্মকাণ্ড জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহসের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের কাজের পাশাপাশি এঁদের কাজ বজায় রেখে তাদের সবরকম সহায়তাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে বাড়িতে টেস্টিং, মনিটারিং ও প্রাথমিক চিকিৎসাগত সহায়তা দানের জন্য এঁদের কাজ সম্প্রসারিত করার কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

রাজ্যের শাসকদল কাগজে-কলমে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ১.৬ কোটি জেনারেল ক্যাটাগরির পরিবারের কর্তীকে মাসে ৫০০টাকা এবং তফসিলী জাতি ও আদিবাসী পরিবারের কর্তীকে মাসে ১০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে; ১.৫ কোটি পরিবারের প্রতি ঘরে মাসিক রেশন সরবরাহ করা হবে। এখনই রাজ্য সরকারকে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের শাসকদলও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ১০০ দিনের কাজ ২০০ দিন করা হবে, ৭৫ লক্ষ কৃষককে বছরে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে, বিধবা ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসে ৩০০০ টাকা করা হবে ইত্যাদি অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি।

উভয় সরকারকে এই সংকটজনক মুহূর্তে প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্রমণের মোকাবিলায় সবরকমের সহায়তা করার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্যও সকলের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাই।"

কোভিড পরিস্থিতির সার্বিক খোঁজখবর নিতে করিমগঞ্জে মন্ত্রী পরিমল, দিয়েছেন বেশ কিছু নির্দেশ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : দ্বিতীয় মেয়াদের সরকারে মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই অ্যাকশনে নেমে পড়েছেন বন ও পরিবেশ, আবগারি এবং মৎস্যমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ শনিবার দুপুরে কোভিড পরিস্থিতির সার্বিক খোঁজখবর নিতে করিমগঞ্জ আসেন মন্ত্রী পরিমল। মন্ত্রী এসে সোজা চলে যান জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ।

কনফারেন্স হল-এ জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, চিকিৎসক ও রাজনৈতিক দলের নেতা ও নির্বাদচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। কনফারেন্স হল-এ উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, জেলার পাঁচ বিধায়ক বিজয় মালাকার, কৃষ্ণেন্দু পাল, কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, সিদ্দেক আহমেদ ও আব্দুল আজিজ। এছাড়া এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, ডা. মানস দাস, কৃষ্ণ দাস সহ জেলার শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালের ভেন্টিলেশন ইস্যুতে জেলাশাসক মন্ত্রীকে জানান, দুমাসের মধ্যেই ভেন্টিলেটর ইনস্টলের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী পরিমল বলেন, দুমাস নয়, এর আগেই শেষ করতে হবে ভেন্টিলেশনের কাজ। আজকের বৈঠকে করোনা পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন মন্ত্রী। পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের প্রতি কড়া ফরমান জারি করেন মন্ত্রী। এছাড়া করোনায় আক্রান্ত রোগীদের বাড়ি ফেরার জন্য ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পাঠাতে হবে, এই নির্দেশও দেন মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য।

করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালে অক্সিজেন বেডের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলাশাসক আনবামুথান এমপি মন্ত্রীকে অবগত করে বলেন, সিভিল হাসপাতালে কুড়িটি অক্সিজেন বেড রয়েছে। এছাড়া জেলাশাসক আরও জানান, সিভিল হাসপাতালে একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য আবেদন রেখে বলেন, তাঁরা যেন নিজ নিজ এলাকার জনগণের মধ্যে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নেন। জেলার ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য।

স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে মন্ত্রীকে জানানো হয়, জেলায় ইতিমধ্যে ১৮ থেকে ৪৪ বছরের মোট ১৩,৮৫৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৪৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সের মোট ৫৩,৮৫০ জন এবং ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে ১৮,৬৩৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কোভিড আইসোলেশনের জন্য সিভিল হাসপাতাল ছাড়াও কচুয়াদম স্বাস্থ্য কেন্দ্রকেও তৈরি করে রাখা হয়েছে। সেখানে ১০৫টি বেড রয়েছে। যার মধ্যে অক্সিজেন বেড আছে কুড়িটি। বৈঠকে জেলাশাসক মন্ত্রীকে জানান, জেলায় ৬৭ জন চিকিৎসক রয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলায় আরও চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি।

মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে যেন কনটেইনমেন্ট জোনের কাগজ লাগানো হয়। সেক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগকে সক্রিয় ও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী ।ঙ্কএদিকে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এবং অসম সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের দুই ডোজের ব্যবধান ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের পরিবর্তে বর্তমানে ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। দেখা গেছে, ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ ব্যবধান থাকলে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ম্যাগি দোসা না ম্যাগি বিরিয়ানি? প্রিয় খাবারের কোন অদ্ভুত রেসিপি আপনি বেছে নেবেন

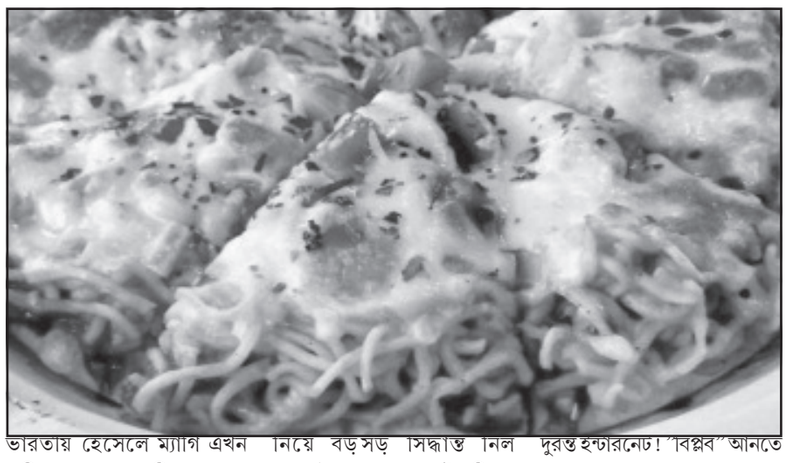

ভারতীয় হেঁসেলে ম্যাগি এখন অবিচ্ছেদ্য খাবার। বিশেষ করে আংশিক লকডাউনের বাজারে মানুষ বেশি করে কিনে রাখছেন এই ইনস্ট্যান্ট নুড। তাড়াহুড়োয় খিদের মুখে চটপট তৈরি হয়ে যায় এই খাবার। চিজ, সসেজ, ডিম, সব্জি দিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ম্যাগি খাওয়া হয়ে গিয়েছে সকলের। সেগুলো খেয়ে খেয়ে যদি একঘেয়ে লাগে, তা হলে চেখে দেখতে পারেন এই অভিনব রেসিপিগুলি। এর মধ্যে কিছু খাবার বেশ অদ্ভুতও বটে!

ম্যাগি দোসা

দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রিয় জলখাবার দোসা। এখন অবশ্য দেশজুড়ে খাওয়া হয়। মসালা দোসা বানাতে কুড়েমি লাগলে, আপনি ভিতরের পুরের বদলে ম্যাগি দিতে পারেন।

ম্যাগি পিতা

সাধারণ পিতা খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত। বানিয়ে ফেলুন ম্যাগি দিয়ে। একবার খেলে বারবার খেতে চাইবেন।

ম্যাগি চিজ ভাজা

রান্না করা ম্যাগিতে চিজ মাখিনে ফ্রিজারে জমিয়ে নিন। হয়ে গেলে ছাঁকা তেলে ভেজে ফেলুন!

ম্যাগি বিরিয়ানি

বিরিয়ানির আর ম্যাগি একসঙ্গে! চেখে দেখুন নিজের দায়িত্বে।

নয়া প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে বড় ঘোষণা হোয়াটসঅ্যাপের, স্বস্তিতে ইউজাররা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নিজেদের নয়া প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল হোয়াটসঅ্যাপ । এই নিয়ে দেশজুড়ে চলতে থাকা বিতর্কের মাঝেই নিজেদের পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটল ফেসবুকের মালিকানাধীন মেসেজিং অ্যাপটি। ভারতীয় ইউজারদের স্বস্তি দিয়ে তারা জানিয়ে দিল, হোয়াটসঅ্যাপের নয়া প্রাইভেসি পলিসির শর্তাবলী না মানলেও, আগামী ১৫ মে কারওর অ্যাকাউন্ট বাতিল হবে না। শুক্রবারই বিবৃতি জারি করে এমনটাই জানিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ। আর তারপরই ইউজারদের মধ্যে খুশির হাওয়া। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, তা জানায়নি তারা।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার এই প্রসঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্ন করা হয়। ই-মেল মারফত তার জবাবে মুখপাত্র জানান, ''এই আপডেট না করলেও ১৫ মে-র পর কারওর অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা হবে না। ভারতেও কেউ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে সমস্যায় পড়বেন না। অধিকাংশ হোয়াটসঅ্যাপ ইউজারই এই পলিসি মেনে নিয়েছেন। তবে কয়েকজনের কাছে এই সংক্রান্ত আপডেট এখনও পৌঁছায়নি। আবার এমনও অনেকে রয়েছেন যাঁরা এটি মানেননি। আগামী সপ্তাহগুলিতে আমরা সেই সমস্ত ইউজারদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করব।''

উপগ্রহ থেকেই সরাসরি মিলবে দুরন্ত ইন্টারনেট! ''বিপ্লব'' আনতে চায় এলন মাস্কের সংস্থা

কয়েকমাস আগেই হোয়াটসঅ্যাপ নিজেদের প্রাইভেসি পলিসি আপডেটের ঘোষণা করেছিল। তারপর থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। বহু ইউজারই হোয়াটসঅ্যাপ ছেড়ে সিগন্যাল কিংবা টেলিগ্রামের মতো অন্য অ্যাপের দিকে ঝুঁকছিলেন। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায়, ভারতের এক নম্বর অ্যাপ হয়ে উঠেছিল সিগন্যাল! বিতর্কের মধ্যেও প্রথম দিকে হোয়াটসঅ্যাপ কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখে এক বিবৃতিতে ফেসবুকের মালিকানাধীন মেসেজিং অ্যাপটি জানিয়ে দেয়, ইউজারদের ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। নতুন প্রাইভেসি পলিসির কারণে তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি না শুধরানোয় তারা আরও জানায়, এই আপডেটের ফলে ফেসবুকের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করা হবে এমন তথ্য একেবারেই সঠিক নয়। এরপর প্রথমে ৮ ফেব্রুয়ারি নয়া প্রাইভেসি পলিসি মেনে নেওয়ার শেষ তারিখ থাকলেও, পরে সেই সময়সীমা ১৫ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এবার সেই তারিখও বাতিল করে দিল হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ।

ম্যাগির সিঙাড়া সিঙাড়া খেতে কার না ভাল লাগে। তবে ভিতের পুর করার সময় না পেলে রান্না করা ম্যাগি ব্যবহার করতে পারেন!

ত্বক পরিচর্যা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

ব্রণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তবে চকলেট কিংবা খাদ্যাভ্যাস নয়।

ব্রণ হচ্ছে তবে তৈলাক্ত খাবার খাওয়া বাদ, সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বক রক্ষা করতে উচ্চ মাত্রার 'এসপিএফ' সমৃদ্ধ ক্রিম ব্যবহার করা ভালো, ত্বকের দাগ দূর করতে পারে ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ক্রিম।

এরকম বিভিন্ন ধরনের ধারণা ত্বক পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি অন্ধবিশ্বাসের মতো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আসলেই কি তাই?

বরং প্রচলিত ধারণাগুলো কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যা তার জানার চেষ্টা করা যাক বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে।

ধারণা: তৈলাক্ত খাবার ও চকলেট ব্রণ সৃষ্টি করে

ব্রণ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল ত্বকের তেল 'সিবাম'এর মাত্রা বৃদ্ধি। দুয়েকটা খাবার বাদ দেওয়া ত্বকের ব্রণ সৃষ্টিকারী সিবামের মাত্রার খুব একটা পরিবর্তন আনে না।

প্রয়াত মার্কিন ত্বকবিশেষজ্ঞ ড় জেমস ই. ফাল্টন, তার ক্লিনিকের ৬৫ জন ব্রণের রোগীর ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে সিদ্ধান্ত দেন, চকলেট খাওয়ার কারণে ব্রণ হয় না।

এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে অস্ট্রেলিয়ার ত্বকবিশেষজ্ঞ ডা. ফিলিপ সরব্রিক বলেন, "এক সময় মানুষ বিশ্বাস করতো চকলেট খেলে ব্রণ হয়। এখন আমরা বলতে পারি ব্রণ হওয়ার জন্য খাদ্যাভ্যাস কোনো বিষয় নয়।"

ব্রিটিশ চর্মরোগবিশেষজ্ঞ লিওনেল ফ্রে 'দি ইলাস্ট্রেইডেট এনসাইকোপিডিয়া অফ ডার্মাটোলজি' বইতেও একই কথা লিখে রেখে গেছেন।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট এই তথ্য সমর্থণ করে জানায়, ব্রণ হওয়ার কারণ ত্বকের ধরন, জিন ও বংশগত বৈশিষ্ট্য। চকলেট ও তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কারণে ব্রণ হয় না।

ধারণা: বেশি এসপিএফ সমৃদ্ধ সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো

রোদের তাপ থেকে বাঁচতে সানস্ক্রিনের বিকল্প নেই, বাজারেও রয়েছে এর নানান বাহার।

বিভিন্ন মাত্রার এসপিএফ (সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর) যুক্ত সানব্লক পাওয়া গেলেও যুক্তরাষ্ট্রের 'স্কিন ক্যান্সার ফাউন্ডেশন' এবং 'এনভাইরনমেন্টাল ওয়ার্কিং গ্রুপ'য়ের ওয়েবসাইট ইডব্লিউ ডটঅর্গ'এর নির্দেশনা অনুসারে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করাই যথেষ্ট।

কেননা এটা ৯৭ শতাংশ সূর্যরশ্মিকে বাধা দিতে সাহায্য করে।

যদি দীর্ঘক্ষণ রোদে বাইরে থাকতে হয়, বিশেষত বেলা ১২টা থেকে ২টা-৩টা পর্যন্ত, তবে বেশি এসপিএফ যুক্ত সানব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়িতে থাকলে উচ্চ এসপিএফ ব্যবহারে প্রয়োজন নেই।

ধারণা: ভিটামিন ই তেল ত্বকের দাগ দূর করে

ত্বকের দাগ কারও পছন্দ নয়। দাগ দূর করতে নানান রকমের ওষুধ ও সার্জারির সফলতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও ভিটামিন ই'-এর ক্ষেত্রে এরকম কোনো প্রমাণ মেলেনি।

'জার্নাল অফ প্লাস্টিক, রিকনোস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড অ্যাসথেটিক সার্জারি'তে প্রকাশিত ২০১১ সালের গবেষণার তথ্যানুসারে, দুই সপ্তাহ ধরে দৈনিক দুবার ৫ শতাংশ ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ক্রিম ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের ত্বকের দাগের তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

'জার্নাল অফ বার্ন কেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেইশন'এ প্রকাশিত ১৯৮৬ সালের আরেকটি গবেষণার তথ্যানসুারে, অপারেশনের পরে ভিটামিন ই ব্যবহারের পরেও ত্বকের দাগের তারতম্য ঘটেনি।

আগুনে দগ্ধ রোগীর ত্বক পুনর্নির্মান করার জন্য অস্ত্রোপচারের পর অংশগ্রহণকারীদের ওপর ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ক্রিম, ওষুধ এবং স্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়। তবে ত্বকের দাগ কমাতে সেসব উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব রাখেনি।

আসলে ভিটামিন ই ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং পুষ্টি যোগাতে সহায়তা করে। তবে ত্বকের দাগ দূর হবে এমন ধারণা ভুল।

ধারণা: 'ফেইস অয়েল' ব্যবহারে মুখে ব্রণ হয়

ত্বকের সুরক্ষায় ভেষজ ফেইস অয়েল বাছাই করা যেতে পারে। এই বিষয়ে 'গেটদিগ্লস ডটকম'য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লন্ডননিবাসী সৌন্দর্য ও ত্বক-বিশেষজ্ঞ অ্যাবিগিয়ল জেইমস বলেন, ''আমার অভিজ্ঞতায় সব ফেইস অয়েল খারাপ নয়। ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে এই ধরনের তেল ব্যবহার উপকারী।''

তিনি পরামর্শ দেন, এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎসের উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করা ভালো। যেমন- জোজোবা, 'স্টার ফ্লাওয়ার', 'মিল্ক থিস্টেল', প্রিমরোজ এবং আঙুরের দানা থেকে তৈরি 'ফেইস অয়েল'।

তবে যেগুলো ভারী তেল যেমন- নারিকেল, জলপাই বা অ্যাভোকাডো'র তেল মুখে মাখা উচিত না। এগুলো ত্বকের লোমকূপ বন্ধ করে ব্রণ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী।

ধারণা: 'ক্লে মাস্ক' অনেকক্ষণ ব্যবহার করা উপকারী

অনেকেই মুখে 'ক্লে মাস্ক' ব্যবহার করে তা সম্পূর্ণ শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তবে এই ধরনের মাস্ক হালকা ভেজা থাকতেই তুলে ফেললে ভালো কাজ করে।

সৌন্দর্য-বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফ্লোরিডা-অ্যাকাডেমি, তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানায়, তৈলাক্ত ত্বকের জন্য 'ক্লে মাস্ক' উপকারী। তবে ১৫ মিনিটের বেশি মেখে রাখা যাবে না। আর সপ্তাহে তিনদিনের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। আর সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় যদি সম্পূর্ণ শুকানোর আগেই তুলে ফেলা হয়।

তাই মনে রাখতে হবে, মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ করা জরুরী।

গরমে ত্বক ভালো রাখতে প্রচুর পানি পান করার পাশাপাশি ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে। ত্বকের ক্ষয় থেকে বাঁচতে সঠিক প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, ত্বকের গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে। আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা 'পিপিই'---এর দরকার কী?' 'পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা' বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার 'প্রস্তুত আছি' রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট'—এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড---১৯---কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ 'কোয়ারেন্টিন', 'আইসোলেশন', 'সামাজিক দূরত্ব'---এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড---১৯---এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

জলে গুলে খেলেই সংক্রমণ-মুক্ত

করোনা মহামারির দ্বিতীয় তরঙ্গ সুনামি হয়ে আছড়ে পড়েছে ভারতে। বর্তমানে দৈনিক নতুন সংক্রমণের সংখ্যাটা ৪ লক্ষেরও বেশি হচ্ছে, আর মৃত্যুর সংখ্যা ৪ হাজারেরও বেশি। এই অবস্থায়, করোনা মোকাবিলায় ভারতের হাতে এল এক নতুন ও কার্যকর অস্ত্র। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও র তৈরি কোভিড-১৯ চিকিতার একটি ওষুধকে, শনিবার জরুরিভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিল দেশের শীর্ষ ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিআই ।

এই ওষুধটি গুঁড়ো আকারে তৈরি করা হয়েছে। সেই গুঁড়ো জলে গুলে নিয়ে মুখে দিয়ে খেতে হবে। ডিআরডিও-র গবেষণাগার এবং হায়দরাবাদের ডা. রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ-এর যৌথ গবেষণায় এই ওষুধটি বিকশিত হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ২-ডিঅক্সি-ডি-গ্লুকোজ বা সংক্ষেপে টু-ডিজি। এটি খেলে কোভিড একেবারে সেড়ে যাবে তা না হলেও, এই ওষুধের ক্লিনিকাল পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই ওষুধে থাকা একটি অণু হাসপাতালে ভর্তি থাকা কোভিড রোগীদের দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, ডিজিসিআই জানিয়েছে, তারা পরীক্ষা করে দেখেছে যে, রোগীদের অক্সিজেন নির্ভরতাও কমায় এই ওষুধটি।

কোভিড মহামারির প্রথম তরঙ্গ চলার সময়, হায়দরাববাদের সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বা সিসিএমবি সহায়তায় নতুন করোনাভাইরাসটির প্রতিষেধক তৈরির লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসেই তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ২-ডিজি''র মধ্যে থাকা বিশেষ অণুটি মানবদেহে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। তাই এটি এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সেই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই ডিসিজিআই এবং সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন বা সিডিএসসিও গত বছরের মে মাসে কোভিড -১৯ রোগীদের উপর ২-ডিজি-র দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্লিনিকাল পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছিল।

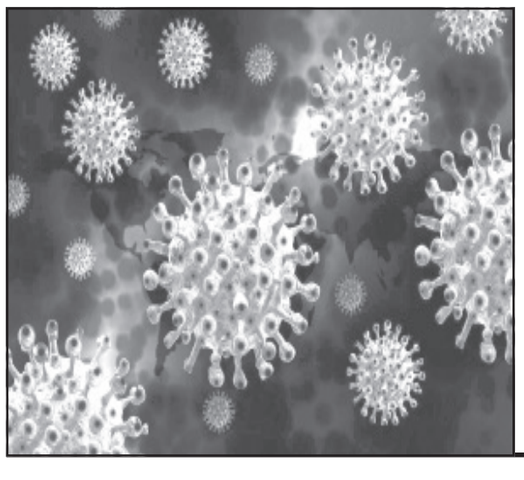

২০২০ সালের মে এবং অক্টোবরের মধ্যে এই ওষুধটির দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হয়। এই পর্যায়ে ১১০ জন রোগীর উপর পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেই সময় এই ওষুধটি মানব দেহে প্রয়োগের পক্ষে নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। পরীক্ষাধীন রোগীদের সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়েছিল। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষাগুলি হয় ছয়টি হাসপাতালে। আর ''ডোজ রেঞ্জিং'', অর্থাতরোগ সারাতে ঠিক কত পরিমাণ ডোজ প্রয়োগ করা দরকার এবং কতটা ডোজ সুরক্ষিত, তা যাচাই-এর জন্য ১১টি হাসপাতালে পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

কাছাড়ে কোভিড মোকাবিলায় প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন মন্ত্রী পরিমল, পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ

শিলচর (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : কাছাড়ে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকে সর্বোতপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এছাড়া কোভিড-১৯ সংক্রমিতদের জন্য হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতেও নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ, আবগারি এবং মৎস্য মন্ত্রী পরিমল। আজ শনিবার শিলচরে জেলাশাসকের সভাকক্ষে জেলাশাসক, সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, চিকিৎসক, বিধায়ক সহ অন্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কাছাড় জেলার কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছিলেন মন্ত্রী।

পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য বলেন, আগামী দিনে কোভিড পরিস্থিতির যদি আরও অবনতি হয়, তবে তা মোকাবিলায় প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বর্তমান এসওপি অনুযায়ী বেলা একটার আগে দোকানপাট যখন খোলা থাকবে, তখন একসঙ্গে বেশি ভিড় না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। এ ব্যাপারে তিনি মামনুষকে সচেতন করতে জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। মন্ত্রী প্রশাসনিক এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পজিটিভ ব্যক্তিদের অবাধ ঘোরাফেরা আটকাতে হবে। পজিটিভ ব্যক্তিদের খবর পুলিশে নজরদারির জন্যও প্রেরণ করা যেতে পারে। যে যে এলাকায় কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে সেই সব এলাকায় ব্যাপক স্যাম্পল টেস্টের নির্দেশ দেন তিনি। প্রসঙ্গত, ভাগাবাজার এবং নাগাখালেও ব্যাপক টেস্টিং শুরু করতে বলেন তিনি। বৈঠকে জানানো হয়েছে, জেলায় সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৩,৮৪১ জনকে শুক্রবার পর্যন্ত কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,১১৪ জন পুরুষ এবং ১,২২৭ জন মহিলা রয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ৭০ জন শিশুও রয়েছে এবং ৬০ বছরের উপর রয়েছেন ২৭৪ জন। বর্তমানে জেলায় ১,২১৪ জন কোভিড আক্রান্ত চিকিৎসাধীন।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি জানান, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১০০টি আইসিইউ ভেন্টিলেটর চালু থাকলেও প্রশাসনের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি আরও ২৯টি অক্সিজেন সাপোর্ট ব্যাড চালু করা সম্ভব হয়েছে। অক্সিজেন সাপোর্ট বেডের সংখ্যা ৬০০-য় বাড়ানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জেলাশাসক জানান। এছাড়া শিলচরের এসএম দেব সিভিল হাসপাতালকে নন-কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করতে জেলাশাসক বৈঠকে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে সবাই তা সমর্থন করেন। ফলে এখন থেকে সিভিল হাসপাতালে কোভিড ছাড়া অন্য সব রোগের চিকিৎসা করা হবে।

কোভিডে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃতদের দেহ শ্মশানে অন্ত্যেষ্টি বা কবরস্থানে সমাধিস্থ করলে যে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে না সে সম্পর্কে চিকিৎসক বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এ ব্যাপারে জনতার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বৈঠকে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। শূন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারের যোগান বাড়ানো প্রসঙ্গে জেলাশাসক জানান, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত সিলিন্ডার গুলি অক্সিজেন বহনের উপযোগী করে তোলার কাজ এগিয়ে চলছে। সভায় অংশ নিয়ে বিধায়ক মিসবাহুল ইসলাম লস্কর শিলচর সিভিল হসপিটালে একটি অক্সিজেন প্লান্ট নির্মাণ করার প্রস্তাব দেন। বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী কোভিড কেয়ার সেন্টার বাড়ালে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওপর চাপ কমবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিধায়ক আব্দুলকরিম বড়ভুইয়াঁ মেডিক্যালে আরও অন্তত ৬০০টি শয্যা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া যারা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন তাদেরকে দ্বিতীয় ডোজের ওপর প্রাধান্য দিতে বলেন বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম। বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার বেসরকারি নার্সিং হোমগুলিতেও অক্সিজেন প্লান্ট নির্মাণের প্রস্তাব দেন। নিত্যভূষণ দে চা বাগানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য পেশ করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ বাবুল বেজবরুয়া এবং বিজেপি নেতা কণাদ পুরকায়স্থ অংশগ্রহণ করেছেন।

অসমে আরও কড়া এসওপি জারি, সময় বৃদ্ধি কারফিউয়ের

গুয়াহাটি, ১৫ মে (হি.স.) : ১৩ তারিখের পর অসমে এবার আরও কড়া কোভিড বিধি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) জারি করেছে রাজ্য সরকার। নয়া এসওপি-র বলে কারফিউয়ের সময় বাড়ানোর পাশাপাশি দোকানপাট এবং সবধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খোলার সময়ও কমিয়ে দেয়া হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় রাজ্য সরকার আবার সংশোধিত কোভিড বিধি জারি করেছে। নয়া কোভিড-বিধি আগামীকাল ১৬ মে থেকে বলবৎ হবে, জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া। মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় আজ শনিবার নয়া কোভিড-বিধি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আগামীকাল রবিবার ১৬ মে থেকে গোটা রাজ্যে বেলা ১১-টায় সবধরনের দোকানপাট তথা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। এছাড়া বেলা ১২টা থেকে পরের দিন ভোর ৫-টা পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে, অর্থাৎ এই সময়কালে কারফিউ বলবৎ থাকবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যজুড়ে এই বিধি জারি থাকবে, জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। এদিকে যানবাহন চলাচল করার ক্ষেত্রে ১৩ মে জারিকৃত যুগ্ম-অযুগ্ম সংখ্যার নীতির প্রচলন অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে আগের মতোই স্বাস্থ্য ইত্যাদি জরুরি পরিষেবাকে নয়া বিধি থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা জারি না করা পর্যন্ত এই নতুন কোভিড বিধি বলবৎ থাকবে বলেও বলা হয়েছে নির্দেশনায়। এদিকে রাজ্যের চা বাগানগুলিতেও কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঘটনা বাড়ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চা বাগানের জন্য পৃথকভাবে কোভিড-বিধি জারি করেছে অসম সরকার। নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও চা বাগানে ২০ জন কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত হলে সংশ্লিষ্ট বাগানগুলিকে কনটেইমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। তবে চা বাগানের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বাগান কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সার্কল অফিসার বিষয়টি নির্ধারণ করবেন। উল্লেখ্য, গত ১৩ তারিখ ভোর পাঁচটা থেকে অসমে ১৫ দিনের জন্য বলবৎ হয়েছিল মিনি লকডাউন। এদিন বেলা ১:০০টা থেকে দোকানপাট, সবধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস-কাছারি বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। তাঁরা জানিয়েছিলেন, করোনা প্রতিরোধে জারিকৃত নয়া এসওপি বা কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বলবৎ করতে কঠোর হবে পুলিশ প্রশাসন। নির্দিশিকা অনুযায়ী বিধিনিষেধ ভঙ্গকারীকে সম্মুখিন হতে হচ্ছে আইনি শাস্তির।

ভয়, আতঙ্ক ও সামাজিক বহিষ্কারই মৃত্যুর জন্য দায়ী, অভিমত করোনা-মুক্ত জয়প্রকাশের

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে দেশজুড়ে যেভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, তাতে আতঙ্ক ও ভয় উভয়ই বাড়ছে দেশবাসীর মনে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ প্রিয়জনকে হারাচ্ছেন। করোনাকালে দেশবাসীর মন থেকে এই ভয় দূর করতে, নৈতিক দায়িত্বের ব্রত নিয়েছে হিন্দুস্থান সমাচার। মানুষের মনে সাহস জোগাতে করোনার থেকে যাঁরা সেরে উঠেছেন, এমনকি কোভিডে সংক্রমিতদের জন্য যাঁরা প্লাজমা দান করেছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলছে হিন্দুস্থান সমাচার। মানুষের মন থেকে করোনার ভয় দূর করতে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টারত বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার।

তাঁদের মধ্যেই একজন হলেন জয়প্রকাশ মিশ্র। পশ্চিমবঙ্গের একটি হিন্দি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন তিনি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সচিবালয় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনস্থ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। কিছু দিন আগে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছিলেন জয়প্রকাশ, কিন্তু এখন তিনি করোনা-মুক্ত। কীভাবে করোনার থেকে মুক্তি সম্ভব সেই উপায়ও বলেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ আলাপচারিতায় জয়প্রকাশ বলেছেন, করোনার ঢেউ আজ নয়তো কাল থেমে যাবে, যখন থেমে যাবে তখন আমরা জানতে পারব, মহামারীর তুলনায় ভয়, আতঙ্ক ও সামাজিক বহিষ্কারের কারণেই অধিকাংশ মৃত্যু হয়েছে।

তিনি বলেছেন, কোভিড মহামারী আমাদের সমাজের নেতিবাচক দিকগুলিকে উন্মোচিত করেছে। তিনি অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যখন তিনি নিজে কোভিড পজিটিভ হয়েছিলেন, তখন তাঁর বাড়ির পরিচারিকাকে আশেপাশের মানুষজন বলেছিলেন, তিনি যদি ওই বাড়িতে কাজ করেন, তাহলে তিনিও করোনা-আক্রান্ত হয়ে যাবেন। এই কারণে ওই পরিচারিকা কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা করোনার থেকে বাঁচতে সমস্ত ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। পরিবারের তাঁর স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও, জয়প্রকাশ ছাড়া কেউ করোনা-আক্রান্ত হননি।

পরিবারের কেউ করোনা-পজিটিভ হলে তাঁর পাশে থাকুন

জয়প্রকাশ বলেছেন, তিনি যখন করোনা-পজিটিভ হয়েছিলেন, তখন নিজেকে আইসোলেশনে রেখেছিলেন এবং পরিবারের সদস্যদের থেকে অনেক দূরে থাকেন। বাড়ির সদস্যরাও প্রোটোকল মেনে তাঁকে খাবার ও পানীয় দিতে থাকেন। চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি নিয়মিত ওষুধ নিতে থাকেন এবং ১৪ দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। জয়প্রকাশ বলেছেন, কোভিড-১৯ প্রাণঘাতী নয় এবং কার্যকর চিকিৎসাও রয়েছে। এজন্য পরিবারের কেউ করোনা-পজিটিভ হলে, ভয় না পেয়ে সমস্ত প্রোটোকল মেনে তাঁর পাশে থাকা উচিত।

নেতিবাচক মিডিয়া রিপোর্ট সবথেকে বেশি মারাত্মক

জয়প্রকাশ বলেছেন, মিডিয়া গোটা দেশে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, তৃতীয় ঢেউ এখনও পর্যন্ত আসেনি অথচ কিছু চ্যানেল দাবি করছে, তৃতীয় ঢেউ নাকি শিশুদের জন্য ক্ষতিকর এবং ৭০ লক্ষ শিশুদের মৃত্যু হতে পারে। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন রিপোর্টিং দেশের আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। এই কারণে যাঁরা এই মহামারীর শিকার হচ্ছেন তাঁরা করোনার জন্য কম এবং আতঙ্কে বেশি প্রাণ হারাচ্ছেন।

সংক্রমিত রোগীকে বহিষ্কার আসলে সংগঠিত অপরাধ

কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীদের যাঁরা সামাজিকভাবে বহিষ্কার করছেন, তাঁদের অপরাধী আখ্যা দিয়েছেন জয়প্রকাশ। তিনি বলেছেন, অবিলম্বে এমনটা বন্ধ হওয়া উচিত। তাঁর মতে, আমাদের সমাজ মানবিকতার পরিবর্তে শয়তানের পরিচয় দিচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, কানপুর আইআইটি-র সাব-রেজিস্ট্রার এই মহামারীর কবলে এসেছিলেন। তাঁর ঘরে নো-এন্টির বোর্ড লাগনো হয়েছিল এবং তাঁকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হয়নি। হতাশায় তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। জয়প্রকাশ বলেছেন, এই ধরনের আচরণ মহামারীর থেকেও বেশি ঘাতক।

ক্রমেই বাড়ছে ভোজ্যতেলের দাম সরকারের টাস্ক ফোর্সের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : চারিদিকে যেভাবে সব জিনিসের দাম বাড়ছে তাতে মোটেই স্বস্তিতে নেই আমজনতা। আগেই আকাশ ছুঁয়ে ছিল সরষের তেলের দাম, সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে পামতেল, সয়াবিন তেল, রাইস অয়েল, অলিভ অয়েল, তিলের তেলের দাম লাগাম ছাড়া ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেট্রোল এবং ডিজেলের পাশাপাশি ভোজ্যতেলেরও বিপুল দাম বৃদ্ধিতে রীতিমতো হাঁসফাঁস অবস্থা মানুষের। তেল কিনতে গিয়ে তার ঝাঁঝেই ঢোক গিলছে সকলে। একটি রিপোর্ট বলছে। এক বছরে ভোজ্যতেলের দাম ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়েছে। পাম তেলের দাম রেকর্ড ছুঁয়েছে। সয়াবিন ও সয়া তেলের দামও আকাশ ছোঁয়া।

কী করছে রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্স? এর সদস্য রবীন্দ্রনাথ পাল 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এর জন্য আমাদের কোনও দোষ নেই। করোনা সময়কালে বিশ্বজুড়ে ভোজ্যতেলের সরবরাহ ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও ক্রুড পাম তেলের চাহিদা দিনে দিনে বেড়েছে। পাম তেল বেশি আসত মালয়েশিয়া থেকে। কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা লোপের পর থেকে ওদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবণতি হয়েছে। ওদেশ থেকে আমদানি প্রায় বন্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মেক্সিকো থেকে সয়াবিন আসে। করোনায় এই চাষ মার খেয়েছে। চিনে সয়াবিনের চাহিদাও ক্রমাগত বাড়ছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাতে পামের চাষ এবার একেবারেই ভালো হয়নি, ফলে পাম তেলের দামে এর প্রভাব রয়েছে।"

অন্যদিকে বিয়ের মরসুমে ভোজ্য তেলের চাহিদা আরও বাড়বে ফলে দাম বাড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এছাড়া চলতি বছরে সরষের চাষও মার খেয়েছে। ফলে নতুন সরষে ক্ষেত থেকে ওঠার পরে যে তেলের দাম কমবে, এমন সম্ভাবনাও খুব বেশি নেই। ফলে এসবের জাঁতাকলের মাঝে পড়ে দাম বাড়তে পারে সরষের তেলের দাম।

মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। দেশীয় বাজারেও চালান হচ্ছে কম। ফলে বাড়ছে চাহিদা ও দাম। এপ্রিল মে'র আগে এই দাম কমার সম্ভাবনা তেমন নেই। এক্ষেত্রে আপনাকে আরও ২ মাস ভোজ্যতেলের জন্য বেশি টাকা গুনতে হবে।

উল্লেখ্য, মাস চারেক আগে ফুড সেফটি অ্যান্ড্র স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নতুন নির্দেশিকায় একেবারে খাঁটি ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ সরষের তেল বিক্রির কথা জানিয়েছিল। আগের নিয়মে ২০ শতাংশ পর্যন্ত অন্য কোন ভোজ্য তেল সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা যেত। এখন সেটা নিষিদ্ধ। এরপরেই দাম বাড়ে সরষের তেলের।

ডিগবয়ের বিস্ফোরণস্থলে মুখ্যমন্ত্রী, নিহতের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা নিকট-আত্মীয়দের পাঁচ লক্ষ টাকা করে সাহায্যের ঘোষণা হিমন্তবিশ্বের

ডিগবয় (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : গতকাল শুক্রবার উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত ডিগবয় থানাধীন টিংরাই বাজারে বেলা একটা নাগাদ সংগঠিত গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহত সুরজিৎ তালুকদার (২২)-এর বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নিহত সুরজিতের বাবা-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের গভীর সমবেদনা জানিয়ে শীঘ্রই অপরাধীদের পাকড়াও করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া নিহত দুজনের নিকট-আত্মীয়দের এককালীন সাহায্যস্বরূপ পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

আজ শনিবার সকালে গুয়াহাটি থেকে সোজা ডিগবয়ের টিংরাই বাজারে সংগঠিত বিস্ফোরণস্থলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়ে বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের শীঘ্র গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখান থেকে তিনি আসেন নিহত সুরজিত তালুকদারের বাড়িতে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, তিনসুকিয়ার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ, নাহরকটিয়ার বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ, ডিগবয়ের বিধায়ক সুরেন ফুকন, মার্ঘেরিটার বিধায়ক ভাস্কর শর্মা এবং প্রসাসনিক আধিকারিকবর্গ।

এখানে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, আইন অনুযায়ী দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা হবে। ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্য দুজনের চিকিৎসার পুরো দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে বলে জানান তিনি। পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে সকলকে শান্তি বাজায় রাখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি দুই নিরীহ লোককে হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে তীব্র নিন্দা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি এই কাপুরুষোচিত কার্যের পিছনে যে বা যারা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়াকার্যব্যবস্থা গ্রহণ করব। যে কোনও ত্যাগের বিনিময়ে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। আমি অঞ্চলের সকলের প্রতি শান্তি বাজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। এ-ধরনের কার্যাবলি কখনও সহ্য করব না।'

অন্য এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আলফা-স্বাধীনের হাতে অপহৃত ওএনজিসি-র কর্মচারী রিতুল শইকিয়া বর্তমানে মায়ানমারে আছেন। তিনি বলেন, রিতুল শইকিয়াকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার সবধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, গতকাল টিংরাই বিস্ফোরণের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছিলেন আলফা-স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়া। ওই ঘটনার পর আজ শনিবার থেকে কোভিড-১৯ অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে আগামী তিনমাসের জন্য এক তরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে আলফা-স্বাধীন। প্রসঙ্গত গতকাল টিংরাই বাজারে সংঘটিত গ্রেনেড বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে সন্দীপ সিং (২৫) এবং বিকেলের দিকে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন সুরজিৎ তালুকদার (২২) নামের একজন। এছাড়া বিস্ফোরণে আহত হয়ে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মনজিৎ দাস এবং ঘনশ্যাম আগরওয়ালা নামের দুজন।

স্ত্রী ও ৩ সন্তানের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী বাড়ির কর্তা

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স) : স্ত্রী ও তিন সন্তানের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হলেন বাড়ির কর্তা। উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের ভরতপুরে দগ্ধ হয়ে একই পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু হল। শনিবার উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া চৌনগর পঞ্চায়েতের ভরতপুর এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

এদিন সকাল সাতটা নাগাদ পরিবারের চার জনকে উদ্ধার করে হেমতাবাদের পুলিশ। ঘটনাস্থলেই দুই শিশুসন্তান-সহ বাবা, মায়ের মৃত্যু হয়েছে। আগুনে ঝলসে যাওয়া দশ বছরের শিশুকন্যার তখনও প্রাণটুকু ছিল। কিন্তু আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভরতির কিছুক্ষণের মধ্যে ওই কন্যাসন্তানেরও মৃত্যু হয়। নিশ্চিহ্ন গোটা পরিবার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখে পড়েছে বছর বত্রিশের রামচন্দ্র ভৌমিক, তাঁর স্ত্রী শংকরী ভৌমিক, বছর পাঁচেকের কন্যা সরস্বতী ভৌমিক এবং তিন বছরের ঝর্না ভৌমিক। আর দশ বছরের রানি ভৌমিকের রায়গঞ্জ মেডিক্যাল হাসপাতালে মৃত্যু হয়। নারকেলের ঝাড়ু তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে সংসার চলত রামচন্দ্রর। করোনার দ্বিতীয় ধাক্কা সামলাতে কার্যত লকডাউন রাজ্যে। রোজগার সম্পূর্ণ বন্ধ। দিন কাটছে আর্থিক অনটনের মধ্যে। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এই পথ তিনি বেছে নেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, "একই পরিবারের তিন শিশুসন্তান-সহ বাবা, মায়ের আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃতের পরিবারের কোনও সদস্যই আর জীবিত নেই।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, সম্ভবত অভাবের তাড়নায় গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এক প্রতিবেশীর বক্তব্য, চিৎকারের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। ভোরে সবার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর জানাজানি হতেই প্রতিবেশীরা ভৌমিক বাড়িতে এসে দেখে, সকলেই অগ্নিদগ্ধ। পুলিশে খবর পাঠানো হলে পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রানি কিছুক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষমেশ হার মানে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে ২৫টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তৈরি হবে ৩৫টি অক্সিজেন প্লান্ট

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.) : করোনা সংক্রমণে অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে ২৫টি মেডিক্যাল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আরও ৩৫টি অক্সিজেন প্লান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আর এই অক্সিজেন প্লান্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হল জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরকে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এই অক্সিজেন প্লান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু করোনা সংক্রমণের সময়ে যেহেতু স্বাস্থ্য দফতর বহুবিধ কাজে ব্যস্ত, তাই চটজলদি এই প্লান্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরকে। দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পরেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে টেন্ডার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী জুন মাসের মধ্যেই যাতে এই প্লান্টগুলি চালু করা যায়। কোভিড পরিস্থিতিতে ওই হাসপাতালগুলির উপর চাপ কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর।

কলকাতার এসএসকেএম, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের পাশাপাশি, বাকুঁড়া খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজের মতো হাসপাতালগুলিতেও অক্সিজেন প্লান্ট বসানো হবে। যদিও, এই হাসপাতালগুলিতে আগে থেকেই অক্সিজেন প্লান্ট রয়েছে।

কিন্তু করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতিতে তা পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই, তড়িঘড়ি অতিরিক্ত অক্সিজেন প্লান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন না কোভিড সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ কমে গেলেও, নভেম্বর মাসে তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে বলেই আশঙ্কা চিকিৎসক মহলের। সে কারণে পাকাপাকি ভাবেই সরকারি বড় হাসপাতালগুলির পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও স্থায়ীভাবে অক্সিজেন প্লান্ট তৈরি করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতর এই প্রকল্প বাবদ জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরকে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

মারা গেলে ২ লক্ষ টাকা না দিয়ে হাসপাতাল বানিয়ে দিন , মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রীলেখা মিত্র

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : "মরে গেলে ২ লক্ষ টাকা না দিয়ে হাসপাতাল বানিয়ে দিন উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং আইসিইউ বেড-সহ। এত উন্নয়ন করেছেন যে দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের একটা বেড পাওয়া যাচ্ছে না।"

শনিবার রাজ্যের হ্যাশট্যাগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করে ফেসবুকে একথাই লিখলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। হাসপাতালে বেড না পাওয়ার অভিযোগে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৮৯০ জনের। রাজ্যের শনিবারের হিসেব এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া হিসেব বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হলেন ২০,৮৪৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৩৬ জনের। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শ্রীলেখা মিত্র।

করোনা পরিস্থিতে অনেক তারকাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করছেন। সেই তালিকায় শ্রীলেখা মিত্রও রয়েছে। প্রতিদিনই নানা পোস্ট শেয়ার করছেন তিনি। প্রেসক্রিপশন পোস্ট করেও ডাক্তার বন্ধু বা ফলোয়ারদের কাছে পরামর্শ চাইছেন। পাশাপাশি বাম সংগঠন রেড ভলান্টিয়ার্সদের নানা তথ্যও ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। এর মধ্যেই আবার মেয়ের সঙ্গে সুন্দর একটি মুহূর্ত ফেসবুকে শেয়ার করেছেন শ্রীলেখা। ছবি সৌজন্য অভিজিৎ দে'কে দিয়ে ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, "সমস্ত সুন্দর বাচ্চাদের জন্যঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুক।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনায় রুখতে লকডাউন ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত লকডাউনের পথে হাঁটল রাজ্য সরকার রবিবার থেকে ১৫ দিনের জন্য লকডাউন জারি করা হয়েছে। লকডাউনে সরকারি অফিস ও বেসরকারি অফিসের পাশাপাশি স্কুল-কলেজ সহ যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি বন্ধ থাকছে গণ পরিবহণ পরিষেবাও। শনিবার দুপুরে নবান্নে জরুরি সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি ভাষ্যে লকডাউনের কথা না বললেও নির্দেশিকা সেই কাঠামোতেই করা হয়েছে।

দৈনিক সংক্রমণ ২১ হাজারের গণ্ডি ছুঁয়েছে। লকডাউন ছাড়া মারণ ভাইরাসের বেনজির তাণ্ডব রোখা যাবে না বলে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। আর সেই পরামর্শ মেনে শনিবারই রাজ্যে লকডাউনের ঘোষণা করল প্রশাসন? সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের মধ্যেই রাজ্যে আছড়ে পড়েছিল করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই সংক্রমণ বেলাগাম হয়ে উঠেছে। দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু রেকর্ড ভেঙে রেকর্ড গড়ে চলেছে। প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে প্রথমে আংশিক লকডাউন জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৬ মে থেকে লোকাল ট্রেন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছিল রাজ্য প্রশাসন। এমনকী মেট্রো ও সরকারি পরিবহণ পরিষেবাও ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছিল। বাজার খোলার সময়সীমাও নতুন করে নির্ধারণ করেছিল।

কিন্তু খুব একটা সুফল মিলছে না। ফলে অন্তত সপ্তাহ দুয়েকের জন্য পূর্ণাঙ্গ লকডাউন জারির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুপারিশ করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। কেননা, রাজধানী দিল্লি, মহারাষ্ট্র সহ যে সব রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ লকডাউন জারি হয়েছে, সেখানে করোনার সংক্রমণকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে কীভাবে পূর্ণাঙ্গ লকডাউন ঘোষণা করা হবে তা নিয়ে শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা করেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন। টানা লকডাউন ঘোষণা না করে সপ্তাহান্তে অর্থাৎ প্রতি শনি ও রবিবার লকডাউন ঘোষণার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। করোনাভাইরাসের প্রথম ঢেউয়ের শেষের দিকে যেভাবে সপ্তাহের বিশেষ দিনগুলিতে রোটেশনভিত্তিক লকডাউন জারি করা হয়েছিল, সেই পথে হাঁটার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করে। এরপর চূড়ান্ত ঘোষণা করে সরকার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা স্বাস্থ্যকর্মীদের। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

তিনসুকিয়া সিভিল হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং আইসিইউ শয্যার সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

তিনসুকিয়া (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : তিনসুকিয়া সিভিল হাসপাতালে একটি অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং আইসিইউ শয্যার সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া কোভিড পরীক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জেলায় সান্ধ্য আইনের সময় নয়া এসওপি-র বলে দু-ঘণ্টা এগিয়ে আনতে জেলাশাসককে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অসমের সর্বত্র বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। রাজ্যে গত কয়েকদিনে ব্যাপক হারে বেড়েছে করোনা আক্রান্ত রোগী। এ নিয়ে চিন্তিত রাজ্য প্রশাসন থেকে আমজনতা। করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ শনিবার তিনসুকিয়া অসামরিক হাসপাতাল পরিদর্শন করে হাসপাতালের চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মীদের কাছে কোভিড রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী তিনসুকিয়ার জেলাশাসকের সভাকক্ষে কেন্দ্রীয় খাদ্য সংসাধন দফতরের মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, চা জনজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ, বিধায়ক বলীন চেতিয়া, ভাস্কর শর্মা, সুরেন ফুকন, তরঙ্গ গগৈ ও রূপেশ গোয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক ও চিকিৎসকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকে তিনসুকিয়ার জেলাশাসক এবং স্বাস্থ্য যুগ্ম অধিকর্তারা জেলার সাম্প্রতিক কোভিড পরিস্থিতি ও স্বাস্থ্য দফতরের গৃহীত পদক্ষেপ, কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জেলায় প্রতিদিন কমেও পাঁচশোটি রেপিড অ্যান্টিজেন ও আরটি-পিসিআর পরীক্ষা, ন্যূনতম দুই হাজার কোভিড পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের নির্দেশ দেন। জনসাধারণের সুরক্ষার স্বার্থে সান্ধ্য আইনের সময় দু-ঘণ্টা এগিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসককে নির্দেশ দেন। চিকিৎসার জন্য যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন উপলব্ধ করা যায় তার জন্য তিনসুকিয়া জেলা অসামরিক চিকিৎসালয়ে শীঘ্রই একটি অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্ট গড়ে তোলার সাথে আইসিইউতে বিছানার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা নিতেও এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমের অধিকর্তাকে নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তিনসুকিয়া জেলায় কোভিড ভ্যাকসিন প্রদানের সাথে জেলার চা বাগান এবং গ্রামাঞ্চলের লোকদের পর্যাপ্ত সংখ্যক কোভিড ভ্যাকসিন উপলব্ধ করার জন্য দৈনিক ভ্যাকসিন প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে স্বাস্থ্য বিভাগকে নির্দেশ দেন।

স্থানীয় বিধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী জেলায় কোভিড রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক অক্সিজেনের সুবিধা সংবলিত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত তিনসুকিয়া জেলায় ১৪,৮২৫ জনের কোভিড পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১,৬৮০ জনকে কোভিড রোগী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। সংক্রমণের হার ১১.৩৩ শতাংশ। জেলায় ১২৫টি টিকাকরণ কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত ১,০৮,৯২১ জনকে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে।

আজ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করার সময় মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, বিগত দশ দিন ধরে তিনসুকিয়া জেলার কোভিড পরিস্থিতি অপরিবর্তিত হয়ে আছে। জেলার চা বাগানগুলিতে এই সংক্রমণ বেশি হচ্ছে। কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ার পর চা বাগানগুলিকে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করার ফলে চা বাগানের শ্রমিকদের যাতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

করোনা পরিস্থিতিতে ধৈর্য, সতর্কতা, সক্রিয়তা বিজ্ঞানবাদ নিয়ে এগিয়ে যান : মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে ইতিবাচকতার বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচলক মোহন ভাগবত।শনিবার মোহন ভাগবত বলেছেন যে, বর্তমান সময় যোগ্যতা ও গুনাগুণ বিবেচনা করার নয়। এই মুহূর্তে, আমাদের কেবল বৈষম্য ভুলে যাওয়া উচিত এবং আমাদের পরবর্তী কী চেষ্টা করা উচিত সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, আমাদের এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হবে এবং ধৈর্য, সতর্কতা, সক্রিয়তা এবং বৈজ্ঞানিকতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

সংঘপ্রধান আজ 'পজিটিভিটি আনলিমিটেড' বক্তৃতা সিরিজের চূড়ান্ত পর্বে বক্তব্য রাখেন। এই সময়ে, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আমাদের হতাশ হয়ে থামা চলবে না বরং চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, দেশও এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠবে।

তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন যে, প্রথম তরঙ্গের পরে জনসাধারণ, সরকার ও প্রশাসন ভুল বুঝেছিল। এ কারণে দ্বিতীয় তরঙ্গ এসেছে এবং এখন বিজ্ঞানীরাও তৃতীয় তরঙ্গের কথা বলছেন।এমন পরিস্থিতিতে আমাদের এখনই এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

করোনার মহামারীর কারণে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ডাঃ ভাগবত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, নাগপুরে প্লেগ মহামারী চলাকালীন সেবা কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর বাবা-মাকে হারিয়েছিলেন। তবুও হতাশ না হয়ে তিনি আরও সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। তিনি গীতার উদাহরণ দিয়ে ভারতীয় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন, গীতায় মৃত্যুকে কেবল দেহের পোশাক পরিবর্তন করার মত বলে বর্ণনা করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, ডাঃ ভাগবত ধৈর্য, সতর্কতা, সক্রিয়তা এবং বৈজ্ঞানিকতা গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি চিকিৎসা, খাওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন।

সমাজে ভুল তথ্য না ছড়ানোর অনুরোধ করে সঙ্ঘ প্রধান বর্তমান পরিস্থিতিতে অযৌক্তিক বক্তব্য না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, প্রয়োজন হলেও আমাদের পরীক্ষা করা উচিত এবং যে কোনও তথ্য এবং পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আয়ুর্বেদের প্রসঙ্গেও তিনি এ বিষয়টি মাথায় রাখতে বলেছেন। তিনি লোকদের সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য, সঠিক সময়ে পরীক্ষা করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং প্রয়োজন হলেই হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলেন। একই সঙ্গে, তিনি বাড়িতে বসবাসরত লোকদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে এবং নতুন কিছু শিখতে উতাহিত করেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কুমারঘাটে জাতীয় সড়ক বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। সামান্য বৃষ্টিতেই আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থায় আটকে পড়েছে অসংখ্য যানবাহন। তাতে দুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করেছে।

এযেন চাষযোগ্য জমি,রাস্তার অবস্থা দেখলে অনেকের মনে এধারনাই জন্মাবে।কিন্তু এটা আসলে মডেল ত্রিপুরার আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের কুমারঘাটের সিদংছড়া এলাকায় দৃশ্য।এই রাস্তায় সংস্কারের নামে কাজে হাত লাগিয়েছে আরকেএসসিপিএল নামে এক বেসরকারি রাস্তা নির্মাণকারী সংস্থা। অনেকদিন ধরেই জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজ চলছে।এরমধ্যেই বিপত্তি বাধালো বর্ষন।রাস্তার পিচের আস্তরন ভেঙে ফেলার ফলে বৃষ্টির জেরে একেবারে জল কাদায় পরিপূর্ণএকাকার জাতীয় সড়ক।এই অবস্থাতেই জীবনের ঝুকি নিয়ে রাস্তায় চলছে গাড়ি।কখনোবা কাদায় আটকে পড়তে হচ্ছে গাড়িকে।দ্বিচক্র যান চালকরাও রাস্তা পেরোতে গিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ছেন।

এদিকে রাস্তার এই দুরবস্থার ফলে জাতীয় সড়কে আটকে পড়েছে শত শত ছোটো-বড়ো গাড়ি।সময় যত গড়াচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দীর্ঘ হচ্ছে গাড়ির লাইনও।এই অবস্থায় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন যান চালক থেকে যাত্রী সাধারন।এদিকে লাইনে আটকে পড়া জনৈক বহিঃরাজ্যের লরি চালকও তুলে ধরলেন তাদের দুর্ভোগের কাহিনি।রাজ্য সরকারকে এবিষয়ে নজর দেবার দাবী জানালেন ঐ লরি চালক।অন্যদিকে ঐ রাস্তায় দুর্ভোগে পীড়িত অন্যরাও জানালেন রাস্তায় আটকে থেকে তাদের করুন দশার কথা।কবে নাগাদ এই জাতীয় সড়কের হাল ফিরবে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সংশ্লিষ্ট পথচারীদের অন্দরে।

কমলপুরে মাস্ক এনফোর্সমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। শনিবার কমলপুর মহকুমা মাস্ক এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকগন শহরে নেমে করোনা বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আর্থিক জরিমানা আদায় করেন। এতে খুশি শহরের সচেতন নাগরিকরা।শনিবার কমলপুর মহকুমা প্রশাসনের মাস্ক এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকগন পুলিশের সহায়তা নিয়ে শহরের বিভিন্ন দোকান ও বাজারে মাস্ক ও দূরত্ব অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ওইসব অমান্যকারী ব্যক্তিদের মাস্ক এনফোর্সমেন্ট আধিকারীরা দু"শ টাকা থেকে চার"শ টাকা আর্থিক জরিমানা আদায় করেন। উল্লেখ্য, কমলপুর মহকুমা কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। প্রাথমিক সার্ভে দেখা গেছে, কমলপুর শহর ও গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ মানুষ মুখে মাস্কহীন ও দূরত্বহীন অবস্থায় সরকারি নির্দেশ অমান্য করে চলাফেরা করছে। শনিবার কমলপুর মাস্ক এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকরা পুলিশের সহায়তা নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা ও বাজারে করোনা বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আর্থিক জরিমানা করেন। এবিষয়ে মাস্ক এনফোর্সমেন্ট আধিকারিক বলেন এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। সরকার ও প্রশাসন করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ বেশ কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানালেও অনেকেই এসব বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করছেন না। ফলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্বদলীয় বিবাদ নিয়ে স্পষ্টিকরণ দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ মে।। গতকাল গোমতি জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারীর ছেলে তথা প্রাক্তন গোমতি জেলা বিজেপির সাধারন সম্পাদক রূপক অধিকারীর উপর হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোমতি জেলা বিজেপির বর্তমান সভাপতি অভিষেক দেবরায়কে যুক্ত করে যে সকল পোস্ট সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যম পচার করা হচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্টিকরন দেওয়ার জন্য আজ বিকালে উদয়পুর ব্রহ্মা বাড়িস্থিত বিজেপি গোমতি জেলা কার্যালয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে গোমতি জেলার বিজেপির সম্পাদক প্রশান্ত পোদ্দার, ঘটনার সাথে জড়িত দুস্কৃতীকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।গয়া শীল ছাড়া অন্য দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যম ও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোমতি জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী যে সব মন্তব্য করেছেন এবং বর্তমান গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন- সে সম্পর্কেও গোমতি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত পোদ্দার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং ধিক্কার জানিয়েছেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

শাস্তির দাবি করেছেন প্রাইভেট টিউটর দেবজিতের ভাই অভিজিৎ। দেবজিতের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খুনির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন এলাকাবাসী।

জুমিয়া কৃষককে মুক্তির দাবী জানাল সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ মে।। দক্ষিণ মহারানী এডিসি ভিলেজে এমএনরেগা প্রকল্পে কাজ না পেয়ে প্রতিবাদী ভূমিহীন জুমিয়া কৃষক সুভাষ জমাতিয়াকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি সহ তাঁকে রেগার কাজে নিযুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন সিপিআই(এমএল) নেতা পার্থ কর্মকার।

ঘটনার সূত্রপাত

আজ এমএনরেগা প্রকল্পে কাজ না পেয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন সুভাষ জমাতিয়া। পেশায় তিনি একজন জুমিয়া ভূমিহীন গরীব কৃষক। গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার দক্ষিণ মহারানী এডিসি ভিলেজে এই ঘটনা ঘটেছে। নিয়মানুযায়ী এক মাস আগে ওয়ার্ক অর্ডার তৈরী করার জন্য তিনি এবং আরও সাতজন ডিমান্ড ফর্ম পূরণ করেছিলেন। আজ তাঁর এলাকায় নতুন কাজ শুরু হয়েছে খবর পেয়ে তিনি কাজ করতে যান। কিন্তু দলগত তালিকায় তাঁদের নাম নেই। তখন সুভাষ জমাতিয়া ও অন্য সবাই মিলে প্রতিবাদ করেন। এতে করে বচসা হয়। হৈচৈ হয়। কাজ না পেয়ে তারা বাড়ি চলে যান। কিন্তু ঘন্টা খানেক পরে মহারানী ফাঁড়ি থানার পুলিশ সুভাষ জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। আরকেপুর থানা কর্তৃপক্ষ সিপিআই(এমএল) নেতা পার্থ কর্মকারকে বলছেন সুভাষকে ছাড়া যাবে না। এটা উপরতলার নির্দেশ। আগামীকাল আদালতে পাঠানো হবে।অথচ কোরোনা দ্বিতীয় আবহে নতুন অর্থবছরে এটাই প্রথম কাজ। গত অর্থ বছরে সব মিলে আশি দিনের বেশী কাজ হয়নি। এখনো বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা হয়নি। যেখানে ১৫০দিন কাজের প্রতিশ্রুতি ছিল। এমএনরেগা প্রকল্পে এডিসি এলাকায় যেখানে গরীব ভূমিহীন জুমিয়াদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা। আর বাস্তবে গরীব জুমিয়ারা কাজ পাচ্ছে না।

তাই দ্বিতীয় কোরোনা আবহে বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সুভাষ জমাতিয়ার উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। আইনানুসারে ডিমান্ড ফর্মের রেকর্ড অনুযায়ী সুভাষ জমাতিয়া সহ তাঁর সহযোগি সাতজনকে অবিলম্বে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে বলে এক প্রেস বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছেন সিপিআই(এমএল) গোমতী জেলা সম্পাদক পার্থ কর্মকার।

ঝড়ে লন্ডভন্ড গন্ডাছড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। শনিবার দুপুরে কালবৈশাখীর ঝড় আছড়ে পড়ে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। কালবৈশাখীর ঝড়ে ঘরবাড়ি ভূপাতিত হয়েছে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কুড়ি মিনিটের কাল বৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত গন্ডাছড়া। শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ কাল বৈশাখীর তান্ডাবে গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে গন্ডাছড়া শহর সংলগ্ন নারায়নপুর এলাকায় বৈদ্যুতিক খুটির উপর গাছ ভেঙ্গে পড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাতে গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তায় যান চলাচলও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে বেশ কিছু এলাকায় বাড়ি ঘরেরও ব্যপক ক্ষতি হয়। তবে প্রাণহানীর কোন খবর নেই। প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে প্রশাসনের তরফ থেকে আপদকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকদের কড়া নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

এ ছাড়াও বৈঠকে গ্রামাঞ্চলে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ানো, বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনা পরীক্ষা এবং কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন মোদী। যেখানে সংক্রমণের হার বেশি, সেখানে করোনা পরীক্ষার হার বাড়ানোর পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় ছোট ছোট কন্টেনমেন্ট জোন তৈরির কৌশলে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্যে এগোচ্ছে কেন্দ্র। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কমার যে দাবি কেন্দ্র করছে, তা যে নেহাত ফেলনা নয়, সেটা মানছেন বিশেষজ্ঞরাও। তাঁরা মনে করছেন, আগামী ১৫ দিন ভারতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব ঠিক থাকলে জুনের শুরু থেকে অনেকটাই উন্নতি হবে পরিস্থিতির।

বাবুল

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। আইএনএস হাসপাতালে মৃত্যু হয় ভানু সরকারের।এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বাইক সহ চালককে আটক করেছে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুর নিগম

● প্রথম পাতার পর

আক্রান্তের হার বেড়ে ৫.১২ শতাংশ হয়েছে। তেমনি সুস্থতার হার কমে দাঁড়িয়েছে ৮৮.৬৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৭ শতাংশ। নতুন করে ২ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪২৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২২৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩০ জন, গোমতি জেলায় ২১ জন, ধলাই জেলায় ৮ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১১ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৮ জন, উনকোটি জেলায় ৮৩ জন এবং খোয়াই জেলায় ১০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

সীমানা

● প্রথম পাতার পর

হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাতে শরীরের বিভিন্ন অংশ দায়ের কোপে কেটে যায়। পিতাকে বাঁচাতে এসে রাকেশ নাথের দুই মেয়ে সোমা নাথ ও রত্না নাথ গুরুত্বর ভাবে দায়ের কোপে রক্তাক্ত হয়। এ সময় ঘটনাক্রমে কদমতলা থানার পুলিশ বামুনিয়া এলাকায় অন্য একটি মামলার তদন্তে যাচ্ছিল। পুলিশ তখন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তখন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রাকেশ নাথ ও তার দুই কন্যাকে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে অন্যত্র রেফার করেন। এদিকে আহতদের পরিবারের তরফ থেকে কদমতলা থানায় অভিযুক্ত ইরেশ নাথ ও তার ছেলে সৌরভ নাথের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।কদমতলা থানার পুলিশ মামলাটি হাতে নিয়ে অভিযুক্ত আক্রমণকারী ইরেশ নাথ ও তার ছেলে সৌরভ নাথকে গ্রেপ্তার করে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে।

অপরদিকে আজ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী গুরুতরভাবে আহত রাকেশ নাথের বাড়িতে গিয়ে তাদের খোজখবর নেন। কথা বলেন রাকেশ নাথ ও তার দুই মেয়ে সোমা নাথ ও রত্না নাথের সাথে। চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে,আহত রাকেশ নাথের বাড়ির সীমানা নিয়ে তার আপন ভাই ইরেশ নাথের দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছিল। আর গত ১১ মে বাড়ির জায়গার সীমানা উপর বেড়া দেওয়া শুরু করলে রাকেশ নাথের উপর তার ভাই ইরেশ নাথ ও ভাইয়ের ছেলে সৌরভ নাথ দুর্বৃত্তের মত ধারালো দা দিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। আহত রাকেশ নাথ ও তার দুই মেয়ে ন্যায় বিচার পাবার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে। রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর সফর সঙ্গী ছিলেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পর মেলাঘরে অবস্থিত সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ডেডিকেটেড কোভিড হেল সেন্টারের প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন তিনি। এখানে অক্সিজেনযুক্ত শয্যা তৈরি হচ্ছে ২৫টি, ভেন্টিলেটর থাকবে চারটি। হাসপাতালে চত্বরেই গড়ে উঠছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট। এদিন নির্মিয়মাণ অক্সিজেন প্ল্যান্টটিও ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। মেলাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক সুভাষ দাস, খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, সিপাহিজলার জেলাশাসক বিশ্বেশ্বর বি, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে টিকাকরণে অংশ নিয়ে কোভিড আচরণবিধি মেনে চলার আবেদন জানান। গোটা জেলার ব্যবস্থাপনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী দেব।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

কর্মীরা অগ্নি কান্ডে আহত রুম্পি সাহা শীলকে টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। টেপানিয়া জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রুম্পির শরীরের প্রায় বেশিরভাগ অংশ পুড়ে যাওয়ায় অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে আগরতলা

জি বি হাসপাতালে রেফার করেন। জি বি হাসপাতালে কর্তবরত চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ বিকালেই রুম্পি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।রুম্পির মৃত দেহ আগরতলা জি বি হাসপাতালের মর্গে শায়িত আছে। আগামী কাল ময়নাতদন্তের পর রুম্পির মৃত দেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে।রুম্পি ও তপনের ঋদ্ধিমান নামে চার বছরের একটি ছেলে আছে।এলাকাবাসী রুম্পির এই মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। রুম্পির মৃত্যুতে উদয়পুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এছাড়া ইদানিং কালে যে হারে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে তাতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ উদ্বিগ্ন।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

বিশাল টিএস আর বাহিনী ছুটে যায়।এলাকার পরিস্থিতি পরিস্থিতি থমথমে। আহতদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার আগে তিনবার করোনা পরীক্ষা হবে কোহলিদের

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ১৮ জুন। সাউদাম্পটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে অংশ নেওয়ার জন্য ১৯ মে মুম্বইয়ে একত্রিত হবেন সব ক্রিকেটারা।তার আগে তাঁদের তিনবার করোনা টেস্ট করা হবে। সকল ক্রিকেটারদের তিন বার আরটিপিসিআর পরীক্ষা করতে হবে। শুধু তাই নয়, রিপোর্ট নেগেটিভ মিললে তবেই তারা মুম্বইয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, "ক্রিকেটারদের তাঁদের বাড়িতে তিন বার আরটিপিসিআর পরীক্ষা হবে। রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে, মুম্বইয়ে তারা একসঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। ২ জুন ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে, এই দলের প্রত্যেক সদস্যকে ভারতে ১৪ দিনের কোয়ারান্টিন কাটাতে হবে।" আইপিএল মাঝপথে স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরই সব ক্রিকেটার বলয় ছেড়ে বাড়ি চলে গেছেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলতে যাওয়া অনেক ভারতীয় ক্রিকেটার, বাড়ি ফিরেই করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন। ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজটি তাঁরা ইংল্যান্ডে থাকাকালীন নেবেন।

এবিষয়ে বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, "ভারত সরকার ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের টিকা নেওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে, তাই ক্রিকেটাররা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ডোজটি নেওয়ার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কারণ ওই সময় ভারতীয় ক্রিকেটাররা ইংল্যান্ডে থাকবেন। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা হয়েছে। ওরা জানিয়েছে ক্রিকেটারদের ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ব্যবস্থা ওরা করবে। তবে যদি ইংল্যান্ড সরকার এতে সম্মতি না দেয়, তাহলে ভারত থেকে ক্রিকেটারদের জন্য ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।"

বিশ্ব মিডিয়ায় শুধুমাত্র ভারতের খারাপ দিক ও অত্যাধিক সমালোচনায় ক্ষুব্ধ ম্যাথিউ হেডেন

সিডনি, ১৫ মে (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের সমালোচনা করা বিদেশি মিডিয়াকে এক হাত নিলেন অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় দলের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ম্যাথিউ হেডেন। করোনাকবলিত তাঁর প্রিয় দেশ ভারতের পরিস্থিতি দেখে শোকাহত তিনি। তবে বিশ্ব মিডিয়ায় শুধুমাত্র ভারতের খারাপ দিক এবং অত্যাধিক সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হেডেন।

অজি কিংবদন্তি জানান, 'আমি প্রায় এক দশকেরও বেশিদিন ধরে ভারতবর্ষে আসছি এবং প্রায় গোটা দেশেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। আমি বরাবরই এত বড় ও বিচিত্র একটা দেশের সরকারের নেতা ও অধিকারিকদের সম্মান করেছি, যাদের কাঁধে এই দেশ চালানোর দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু খারাপ মিডিয়ায় সেইসব ব্যক্তি যারা কোনওদিন ওই দেশে না গিয়েছেন না দেশের ব্যাপারে কিছু জানেন ভারতকে অকারণে তুলোধনা করছেন। অস্ট্রেলিয়ার গোটা জনসংখ্যার প্রায় পাঁচগুন লোক ইতিমধ্যেই ভারতে টিকা নিয়ে ফেলেছেন। এর মাধ্যমে আমি শুধু এটাই জানাতে চাই যে কোন কারণেই এই পরিসংখ্যানকে এড়িয়ে গিয়ে ভারতের মত বিশাল দেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলি উপেক্ষা না করা হয়।'

সমগ্র বিশ্ব যখন করোনা আক্রান্ত ভারতের দিকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, তখন নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'হাজার মাইল দূরে' বসে থাকা লোকেদের সামনে বাস্তবচিত্রটা তুলে ধরতেই তাঁর এই উদ্যোগ বলে জানান হেডেন। পাশাপাশি কোন মতামত জানানোর আগে প্রিয় দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বিবিধতাকে যোগ্য সম্মান জানানোরও আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, প্রথমে ক্রিকেটারহিসাবে জাতীয় দলের সাথে, তারপর চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএল খেলার সুবাদে এবং বর্তমানে ধারাভাষ্যকার হিসাবে বহুবার ভারতে এসে দীর্ঘ সময় অতিক্রম করেছেন হেডেন।

অলিম্পিক পদক জয়ী সুশীল কুমারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): ছত্রসাল স্টেডিয়াম হত্যাকাণ্ডে দু''বারের অলিম্পিক পদক জয়ী কুস্তিগীর সুশীল কুমারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির এক আদালত। প্রাক্তন জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন সাগর কুমারের হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন আরও ন''জনের বিরুদ্ধেও জারি হয়েছে পরোয়ানা। ঘটনার পর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না সুশীলের। পরে তাঁর বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিশও জারি করা হয়। শনিবার দিল্লির এক আদালত জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এও শোনা যাচ্ছে যে, সুশীল কুমারের খোঁজ দেওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ পুরস্কারও ঘোষণা করতে চলেছে। পুলিশের তরফে এক সিনিয়র অফিসার বলেন, 'আমরা আদালতে জামিন অযোগ্য পরোয়ানার আবেদন জানিয়েছিলাম। আদালত তা মঞ্জুর করেছে। আমরা দিল্লি সরকারের কাছেও চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছি যে, তাদের কর্মচারি সুশীল কুমার ও তাঁর সহযোগী অজয় কুমার, যিনি একজন শারীরশিক্ষার শিক্ষক, আক্রান্তরা এই দু'জনের নাম নিয়েছেন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া উচিত।"

পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৪ মে রাতে ছত্রসাল স্টেডিয়ামে কুস্তিগীরদের দু''টি দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধে, যাতে মৃত্যু হয় ২৩ বছরের প্রাক্তন জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন সাগরের। আহত হন আরও দু''জন, যাঁদের নাম অমিত কুমার (২৭) ও সোনু (৩৫)।

মৃত সাগর দিল্লি পুলিশের একজন হেড কনস্টেবলের ছেলে। প্রাথমিকভাবে পার্কিং নিয়ে বচসা থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত বলে শোনা গিয়েছিল। তবে তদন্তে উঠে আসে অন্য তথ্য। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এমনকি শুধু হাতাহাতিই নয়, বরং গুলিও চালানো হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। সবথেকে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, সুশীল প্রাথমিকভাবে নিহত সাগর ও আহতদের তাঁদের আখড়ার কেউ নন বলে দবি করেছিলেন। তাঁদের বহিরাগত বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন যে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন সুশীল।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ অনিশ্চয়তায় পথে শ্রীলঙ্কায় বাড়তে থাকা সংক্রমণে চিন্তিত বোর্ড

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কায় বাড়তে থাকা সংক্রমণ নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে। সেখানেও দৈনিক আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ইতিমধ্যেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছে আইপিএল। এবার শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় দলের সীমিত ওভারের সিরিজও অনিশ্চয়তায় পথে চলেছে।

শ্রীলঙ্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের এবং তিনটি টি-২০ ম্যাচের সিরিজ খেলার কথা টিম ইন্ডিয়ার। আগামী ১৩ জুলাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে নামবে ভারত। পরের ম্যাচ দু''টি যথাক্রমে ১৬ ও ১৯ জুলাই। টি-২০ সিরিজ শুরু ২২ জুলাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ ২৪ ও ২৭ তারিখ। জানা গিয়েছে, ৫ জুলাই শ্রীলঙ্কা পৌঁছনোর কথা ভারতীয় দলের। ফিরবে ২৮ জুলাই। শ্রীলঙ্কায় পা রেখেই এক সপ্তাহের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে ক্রিকেটারদের। সেই কোয়ারেন্টাইন আবার দু''ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনদিন পুরোপুরি ঘরবন্দি থাকতে হবে। পরের চারদিন অনুশীলন করতে পারবেন তাঁরা।

এদিকে, চিন্তার আরেক কারণ করোনার ভারতীয় স্ট্রেন। যার খোঁজ ইতিমধ্যেই বিশ্বের একাধিক দেশে পাওয়া গিয়েছে। যে কারণে বহু দেশ ভারত থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই কোথাও গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সফর নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডও চিন্তায় রয়েছে। তবে এখনই হাল ছাড়ছে না ভারতীয় বোর্ড। ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ আয়োজনের সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরই শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার কথা ছিল টিম ইন্ডিয়ার। কিন্তু করোনার জেরে লকডাউন হয়ে যাওয়ায় সে সিরিজ স্থগিত হয়ে যায়। এবার বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ছাড়াই উড়ে যাবেন হার্দিক পাণ্ডিয়ারা। শোনা যাচ্ছে, এই টিমের কোচিংয়ের দায়িত্বে থাকতে পারেন রাহুল দ্রাবিড়। কিন্তু শেষমেশ সিরিজ হয় কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

নিউক্যাসেলকে হারিয়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে টানা জয়ের রেকর্ড গড়ল ম্যান সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ মার্চ (হি.স.) : শনিবার নিউক্যাসেলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে ফেরান তোরেসের হ্যাটট্রিকে রেকর্ড গড়ে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মঙ্গলবার লেস্টারের কাছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড হারতেই খেতাব জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ম্যান সিটির। শনিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিউক্যাসেলের বিরুদ্ধে প্রথম মাঠে নেমেছিল তারা। অ্যাওয়ে ম্যাচে টানা জয়ের নিরিখে এদিন চেলসিকে অতিক্রম করার সুযোগ ছিল স্কাই ব্লুজ'দের। ফেরান তোরেসের হ্যাটট্রিকে এদিন সেই রেকর্ড গড়ে ফেলল ম্যান সিটি। নিউক্যাসেলের ঘরের মাঠে এদিন ৪-৩ গোলে থ্রিলার জয় তুলে নিল ম্যান সিটি। তোরেস ছাড়া চ্যাম্পিয়নদের হয়ে আরেকটি গোল করলেন জোয়াও ক্যানসেলো। গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটি আর রেকর্ড যেন সমার্থক। ২০১৭-১৮ মরশুমে প্রিমিয়র লিগ ইতিহাসে প্রথম ক্লাব হিসেবে তিন অঙ্কের পয়েন্ট ছুঁয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। একইসঙ্গে খেতাব জয়ের পথে ১২টি টিম রেকর্ড গড়েছিল গুয়ার্দিওলার দল। এর আগে প্রিমিয়র লিগে টানা ১১টি অ্যাওয়ে ম্যাচে জয়ের রেকর্ড ছিল চেলসির দখলে। ১মে ক্রিস্টাল প্যালেসকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে সেই রেকর্ডে থাবা বসিয়েছিল সিটি। আর এদিন নিউক্যাসেলকে হারিয়ে টানা ১২টি অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতে নয়া ইতিহাস রচনা করল গুয়ার্দিওলার ছেলেরা। জয়ের ফলে দ্বিতীয়স্থানে থাকা ইউনাইটেডের সঙ্গে ১৩ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করল চ্যাম্পিয়ন সিটি। ৩৬ ম্যাচে তাদের সংগ্রহে ৮৩ পয়েন্ট।

রবীন্দ্র জাডেজা ছাড়া আর কেউ তিন ধরনের ক্রিকেটে সফল নন

দেশে-বিদেশে বিরাট কোহলীর ভারত অপ্রতিরোধ্য হলেও অলরাউন্ডারের অভাবে ভুগছে। রবীন্দ্র জাডেজা ছাড়া আর কেউ তিন ধরনের ক্রিকেটে সফল নন। হার্দিক পাণ্ড্য কাঁধের চোটের জন্য টেস্ট দলে জায়গা পাচ্ছেন না। শিবম দুবে ও ক্রুণাল পাণ্ড্য এখনও পর্যন্ত ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি।

এমন অবস্থায় জাতীয় দলে ফিরতে মরিয়া বিজয় শঙ্কর। দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১২টি একদিনের ম্যাচ ও ৯টি টি-টোয়েন্টি খেলছেন শঙ্কর। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে ৩টি ম্যাচ খেললেও দাগ কাটতে ব্যর্থ হন। গত দুই বছর আইপিএল-এ আহামরি কিছু করতে পারেননি। যদিও তামিলনাড়ুর অলরাউন্ডার বলেন, "শুধু অলরাউন্ডার হিসেবে দলে ফিরতে চাই না। আমি এমন কিছু করতে চাই যাতে সবাই আমার উপর ভরসা করতে পারে। তাই কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে রাজি নই। আমার প্রতিযোগিতা নিজের সঙ্গে। সব সময় নিজেকে ছাপিয়ে যেতে চাই। চোট-আঘাত তাঁর ক্রিকেট জীবনে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বকাপ থেকে চোটের জন্য ছিটকে যান। এরপর চলতি মরসুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় ফের চোটে ভুগতে থাকেন শঙ্কর। তাই চোট নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বিজয় শঙ্কর বলেন, "চোট-আঘাত খেলোয়াড়দের জীবনের অঙ্গ। মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অতীত ভেবে লাভ নেই। বরং জাতীয় দলে ফেরার জন্য আরও লড়াই করতে হবে। এটাই একমাত্র লক্ষ্য।

ফের ব্রাজিল দলে আলভেস

আগামী মাসে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ব্রাজিলকে খেলতে হবে ইকুয়েডর এবং প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের জন্য জাতীয় দলে ডাকা হল বর্ষীয়ান ডিফেন্ডার দানি আলভেস ও থিয়াগো সিলভাকে। শুক্রবার ওই দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণাও হয়েছে। অধিনায়কত্ব করবেন নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র।৪ জুন পোর্তো আলেগ্রেতে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন নেমারেরা। ৮ জুন ব্রাজিল অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে প্যারাগুয়েতে।৩৮ বছর বয়সি আলভেস ও ৩৬ বছর বয়সি থিয়াগো সিলভার প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে কোচ তিতের মন্তব্য, "ওরা দু'জন হল সেই ধরনের খেলোয়াড়, যারা এখনও ফুটবল খেলতে চায়।বার্সেলোনার প্রাক্তন রাইট ব্যাক আলভেস বর্তমানে ব্রাজিলের ক্লাব সাও পাওলোর গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। অন্য দিকে, এ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ওঠা চেলসির হয়ে খেলেন থিয়াগো সিলভা।লাতিন আমেরিকায় কনমেবল গ্রুপ থেকে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের লড়াইয়ে এই মুহূর্তে শীর্ষেই রয়েছে গ্যাব্রিয়েল জেসুস, রবের্তো ফির্মিনোদের ব্রাজিল। চার ম্যাচেই জিতেছে তারা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার চেয়ে দু'পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে তিতের প্রশিক্ষণাধীন দল।বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের এই ম্যাচগুলি হওয়ার কথা ছিল মার্চ মাসে। কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে তা হওয়া সম্ভব হয়নি। ১৩ জুন থেকে শুরু হবে কোপা আমেরিকা। তবে এই দলই সেই প্রতিযোগিতায় খেলবে কি না, তা জানতে চাওয়া হলে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন তিতে। গত নভেম্বরে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল ব্রাজিল। সাত মাস পরে দেশের জার্সিতে ফের খেলতে নামবেন জেসুসরা। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলায় চিন্তিত ব্রাজিল কোচ। তাঁর কথায়, "এত দিন আন্তর্জাতিক ফুটবলের বাইরে থাকার খেসারত কেবল ব্রাজিল নয়, লাতিন আমেরিকার সব দলকেই দিতে হচ্ছে।"

আলেকজান্ডার জেরেভকে উড়িয়ে মাদ্রিদ মাস্টার্সে হারের বদলা নিলেন রাফায়েল নাদাল

আলেকজান্ডার জেরেভকে উড়িয়ে মাদ্রিদ মাস্টার্সে হারের বদলা নিলেন রাফায়েল নাদাল। স্পেনীয় মহাতারকা ইটালীয় ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন ৬-৩, ৬-৪ জিতে।গত সপ্তাহেই মাদ্রিদে কোয়ার্টার ফাইনালে ২৪ বছর বয়সি জার্মান তরুণের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন বিশ্বের দু'নম্বর নাদাল। শুধু তাই নয়, জেরেভের কাছে হেরেছিলেন টানা তিন ম্যাচে। আর মাদ্রিদেই প্রথম বার ক্লে কোর্টে হারেন তাঁর কাছে। কিন্তু রোমে জেরেভ পারলেন না ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক রাফার সঙ্গে পাল্লা দিতে।নাদাল বললেন, "একজন অসাধারণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিততে পেরে সত্যিই ভাল লাগছে। এই জয়টা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" টেনিস বিশ্লেষকদের অনেকেই কিন্তু রোমেও অঘটনের ভয় পেয়েছিলেন। তার কারণ এখানে আগের ম্যাচেই নাদালকে খেলতে হয় প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। তাও তিনি ডেনিস শাপোভালভকে হারান দু'বার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে। বলা হয়েছিল, অতিরিক্ত ক্লান্তি হয়তো জেরেভের বিরুদ্ধে নাদালকে সমস্যায় ফেলবে। কিন্তু বাস্তবে হল উল্টোটাই। নাদাল জিতলেন অনায়াসে। সেমিফাইনালে নাদালের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের রেইলি ওপেলকা। যাঁর সাম্প্রতিক সময়ে পরিচিতি তৈরি হয়েছে 'বিগ-সার্ভার' হিসেবে। বিশ্বের ৪৭ নম্বর ওপেলকা সেমিফাইনালে উঠেছেন আর্জেন্টিনার যোগ্যতা অর্জন করা ভেদেরিকো দেলবনিসকে ৭-৫, ৭-৬ (৭-২) সেটে হারিয়ে।নাদাল এখন বিভিন্ন ক্লে-কোর্টের প্রতিযোগিতায় খেলছেন নিজেকে ফরাসি ওপেনের জন্য পুরোপুরি তৈরি করতে। এর আগে খেলেছেন মন্টে কার্লো, বার্সেলোনা ওপেন ও মাদ্রিদ মাস্টার্সে। এর মধ্যে মন্টে কার্লো ও মাদ্রিদে তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যান। চ্যাম্পিয়ন হন বার্সেলোনায়। পাশাপাশি রোমে এ বার নিয়ে মোট ১১ বার ফাইনালে খেলার জায়গায় রয়েছেন। নাদাল কিন্তু তাঁর সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ ওপেলকাকেও সমীহ করছেন। জেরেভকে হারিয়ে উঠে তিনি বলেছেন, "এই মুহূর্তে ও খুব ভাল খেলছে। ওর সার্ভিসও দেখেছি, যা কার্যত ফেরানো যায় না। মেয়েদের বিভাগে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ক্যারোলিনা প্লিসকোভা তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে লাটভিয়ার ইয়েলেনা অস্তাপেঙ্কোকে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছেন। আবার বিশ্বের এক নম্বর অ্যাশলে বার্টি কোয়ার্টার ফাইনালে কোকো গফের বিরুদ্ধে চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিলেন। ফলে সপ্তাহ দুয়েক পরে শুরু হওয়া ফরাসি ওপেনে তাঁর যোগ দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে অনেকে মনে করছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER

No.F.10(239)(Main)-D.WW/Estt./2021/ 5207
Dated, Agartala The 10.05.2021

Subject :- Repairing of Computers and its peripherals for the financial year 2021-22 at Agartala Court Complex, West Tripura Judicial District

Sealed tenders / quotations are invited from the recognized service provider for repairing of computers and its peripherals for the financial year 2021-22 at Agartala Court Complex, West Tripura Judicial District installed in the Court Complex of District & Sessions Judge, West Tripura, Agartala as per terms & conditions vide this office notice no. 16(239)(Main)-DJ/WIEstt./2021/5205-06 dated 10.05.21 May, **2021.** For details visit our official website **https://districts.ecourts.gov.infindia/tripura/west-tripuraitender.**
The quotations should reach this office positively by 14:00 hours of 25th may, 2021.

(M.Banerjeei)
(Head of Office)
O/o The District & Sessions Judge
West Tripura, Agartala
ICA/C-589/2021-22

PNIeT No. 70-79 EE/DWS/BLG/2021-22 dated 07-05-2021

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. **31/5/2021** for construction of 10 Nos.20,000 Gallon capacity RCC Underground reservoir in/c construction of 4 Nos. SBDTW in each reservoir in Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

(Er.M.K. Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh
ICA/C-582/2021-22

NOTICE INVITING TENDER FOR PROCUREMENT OF FERTILIZER FOR THE YEAR 2021 (3RD CALL)

Sealed Tenders in plain paper are hereby invited by the undersigned on behalf of this Corporation from reputed Manufacturer/ Distributors/Dealers for supply of fertilizer for the Tea Estates of this Corporation for the year 2021. The sealed tender will be received **w.e.f. 17-05-2021 to 27-05-2021 from 11.00 AM to 3.00 PM in 411 working days** in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on **27-05-2021 at 4.00 PM.** For the detailed Terms & conditions please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura -www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001.

Managing Director.
TTDC tLtd
ICA/C-595/2021-22

2nd CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division.Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	Bolero Maxi Truck	No. TR01-AC-1682	Engine No: - Nil & Chassis No: - Nil	18.04.2021 at 02:30 PM	Sri Priyalal Sen., Fr. A/o FPU Sadar

&

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA ACE	No.TR01-N-1912	Engine No: - Nil & Chassis No: - Nil	29.08.2020 at about 04:30 pm	Sri Priyalal Sen., Fr. A/o FPU Sadar

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA ACE	No.TR01-G-1741	Engine No: - Nil & Chassis No: - Nil	14.03.2021 at about 01:50 PM	Sri Priyalal Sen., Fr. A/o FPU Sadar

There fore. in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.
Issued under my seal and signature of this day on 26.04.21

(S.Debbarmwa. TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Sadar Forest Sub-Division
ICA/D-166/2021-22

No.F.7-9/TR01-AC- 682/Bolero Maxi Truck/SDFO-SA DAR/For/2021-22/486-521 Dated.-27.04.2021
&
NO. F.7-9/ TR01-N-1912/SINO-Sadar/For/2020-21/630-65 Dated.-27.04/2021
&
No.F.7-9/ TR.04-G-1741/SDFO-SA DAR/For/2020-21/558-9.3 Dated.-27.04/202

মরশুমের অন্যতম ফল পাকা লিচু নিয়ে রাজধানী আগরতলায় হাজির বিক্রেতা। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ফের ভূমিকম্প অসমে, মৃদু ঝাঁকুনি রাজ্যে বিস্তীর্ণ এলাকায়, উত্তরপূর্বে এমন ছোটোখাটো কম্পন হবে, বলেছেন ভূবিজ্ঞানী

গুয়াহাটি, ১৫ মে (হি.স.) ।। ফের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছে অসমের বিস্তার্ণ অঞ্চল। শনিবার সকাল ৮টা ৩৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে অনুভূত হয় কম্পন। কম্পনের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৩.৯। আজকের ভূমিকম্পেরও অভিকেন্দ্র ছিল শোণিতপুর জেলা। ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুর থেকে প্রায় ৪১ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে ভূগর্ভের ১৬ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৭৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৩৯ দ্রাঘিমাংশে।এদিকে ভূমিকম্পে পার্শবর্তী নগাঁও, মরিগাঁও, কারবি আংলং, হোজাইয়ের পশাপাশি গুয়াহাটি কেঁপে উঠেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২ মে মধ্যরাত রাত থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত পর পর চারবার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছিল সমগ্র রাজ্য। সেদিনের ঘটনায় শোণিতপুর জেলা সহ পার্শবর্তী জেলা এবং গুয়াহাটিতে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এর পর বিভিন্ন দিন দফায় দফায় আরও পাঁচবার ভূকম্পে কেঁপে উঠেছিল অসম, সিকিম সহ উত্তরপূর্বের কয়েকটি রাজ্য।

গত প্রায় বছরখানেকের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত ভূমিকম্প হচ্ছে। অসমের শোণিতপুর জেলা এবং অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুরে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৮৭ বার ভূমিকম্প হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির আধিকারিক আরকে সিং দাবি করেছেন, সিসমিক জোন ৫-এ অবস্থিত হওয়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায়ই ছোটখাটো কম্পন অনুভূত হয়। এতে অস্বাভাবিক এবং আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কারণ নেই।

তাঁর কথায়, ভারতীয় প্লেট প্রতি বছর উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে ৫ সেন্টিমিটার করে সরে। এতে ঘর্ষণ হয়। ফলে ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। তাঁর দাবি, অরুণাচল প্রদেশের উত্তর দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। সেখানে ভূমিকম্প হচ্ছে। তেমনি মণিপুর ও মিজোরামের পূর্ব দিকে মায়ানমার অঞ্চলে ক্রমাগত ঘর্ষণে ভূমিকম্প হয়। তার প্রভাবে ওই দুই রাজ্যেও ঘন ঘন ভূকম্প অনুভূত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সতর্কতাই একমাত্র অবলম্বন বলে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

আগামী সপ্তাহে বাজারে আসছে ডিআরডিও-র করোনার ওষুধ ২ডিজি

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): করোনা মোকাবিলায় ড্রাগ ২ ডিঅক্সি ডি গ্লুকোজ বা সংক্ষেপে ২ডিজি নতুন ওষুধ তৈরি করল ডিআরডিও। আগামী সপ্তাহে বাজারে আসছে ডিআরডিও-র এই করোনার ওষুধ ।

করোনা মোকাবিলায় ডিআরডিও'র তৈরি ওষুধকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের ছাড়পত্র দিয়েছিল ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। এবার জানা গেল আগামী সপ্তাহ থেকে বাজারে মিলবে এই ওষুধটি। ড্রাগ ২ ডিঅক্সি ডি গ্লুকোজ বা সংক্ষেপে ২ ডিজি নামে ওষুধটির প্রথম ব্যাচে থাকবে দশ হাজারটি ডোজ। যা ব্যবহার করা যাবে করোনা রোগীদের চিকিৎসায়।

সংস্থার পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'করোনার চিকিৎসার জন্য আগামী সপ্তাহেই ২ ডিজি ওষুধের প্রথম ব্যাচটি বাজারে আসতে চলেছে। যাতে থাকবে দশ হাজারটি ডোজ। ওষুধটি বাজারে এলেই তা করোনা রোগীদের জন্য ব্যবহার করা হবে।' এর সঙ্গেই তাতে সংযোজন করা হয়েছে, ওষুধটি চিকিৎসক অনন্ত নারায়ন ভাট—সহ ডিআরডিও'র বৈজ্ঞানিকদের একটি দল তৈরি করেছে। প্রস্তুতকারক সংস্থা এই ওষুধটির উৎপাদন আরও বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছে, যাতে তা করোনা রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়।

ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালিড সায়েন্স এবং হায়দরাবাদের ডক্টর রেড্ডি'স ল্যাবের সহায়তায় ডিআরডিও'র গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে এই ওষুধ।

জানা গিয়েছে, তৃতীয় দফার ট্রায়ালের পর ডিআরডিও'র তৈরি ওষুধকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

৩১.৩০-কোটির ঊর্ধে করোনা পরীক্ষা, দেশে সুস্থতা ৮৩.৮৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): ভারতে ৩১.৩০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ মে সারা দিনে ভারতে ১৬,৯৩,০৯৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩১,৩০,১৭,১৯৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৯৩,০৯৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ০৯৮ জন।

ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৩১,০৯১। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩, ৫৩,২৯৯ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৬৬,২০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.০৯ শতাংশ)।

আমেরিকায় সুস্থতার হার ঊর্ধমুখী, কোভিডে আরও ৭৩৩ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১৫ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ অব্যাহত। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৭৩৩ জন রোগীর। আমেরিকায় শুক্রবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,২৮৫ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৬৬৪,০১৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৩৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩১৪ জনের।

আমেরিকায় আপাতত এক হাজারের নীচেই রয়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা।

১৮.০৪-কোটির ঊর্ধে টিকাকরণ সংক্রমণ কমে ৩.২৬ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): ভারতে ফের অনেকটাই কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ০৯৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৩,৮৯০ জন রোগীর। একইসঙ্গে শুক্রবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৯৯ জন। অর্থাৎ নতুন আক্রান্তের তুলনায় সুস্থতার সংখ্যা বেশি। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮,০৪,৫৭,৫৭৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৩১,০৯১। ৩১,০৯১ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৬.৭৩-লক্ষতে (১৫.০৭ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৫৩,২৯৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৪৩,৭২,৯০৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,৮৯০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬৬,২০৭ জন (১.০৯ শতাংশ)। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮০২ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৯৯ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,০৪,৩২,৮৯৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৩.৮৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৮ কোটি ০৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৭৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১১,০৩,৬২৫ জনকে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।